ট্রুথ
সেন্টারড
ট্রান্সফরমেশন

মডিউল- ১

সার্বিক পরিচর্যার
ভূমিকা
শিক্ষক সহায়িকা

Truth Centered Transformation is a ministry of Reconciled World. For more information visit tctprogram.org.

Reconciled World

ট্রুথ সেন্টারড ট্রান্সফরমেশন মডিউল- ১, ইন্ট্রোডাকশন টু হোলিস্টিক মিনিষ্ট্রি (সার্বিক পরিচর্যার ভূমিকা) সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ৪.২ ©২০১৯: রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা, যুক্ত রাষ্ট্র, www.reconciledworld.org এই রচনাটি ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনস-শেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে পাওয়া যাবে। আপনাকে নীচের শর্ত সাপেক্ষে এই কাজটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে ও অনুলিপি করতে, বিতরণ করতে ও অন্যের কাছে পাঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়া হোল: স্বীকারোক্তি - আপনাকে অবশ্যই এই কথাটি লিখে রাখতে হবে।

স্বীকারোক্তি করতে হবে: সর্বস্ত্ব ©২০১২। রিকন্সাইল্ড ওয়ার্ল্ড,(www.reconciledworld.org)কর্তৃক ক্রিয়েটিভ কমনস অ্যাট্রিবিউশনসশেয়ার অ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত । এ বিষয়ে আরও জানবার জন্য ভিজিট করুন: www.creativecommons.org

বিনা-লাভে বিতরণ - আপনি এই রচনাটি ব্যবসা বা লাভ করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না।

আপনি যদি এই রচনাটি অনুবাদ করতে চান, তাহলে দয়া করে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: info@tctprogram.org
এই রচনার সকল শাস্ত্রাংশগুলো, যদি বিশেষভাবে বলা না হয়ে থাকে তাহলে, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত পবিত্র বাইবেল, পুরাতন কেরী ভার্সন হতে নেওয়া হয়েছে।

স্বীকারনামা

যারা যারা এই কাজটির জন্য দর্শন, উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথম দিককার বেশীর ভাগ উৎসাহ পাওয়া গিয়েছে ডিসাইপল নেশনস্ অ্যালায়েন্স এর ড্যারো মিলার ও হারভেস্ট ফাউন্ডেশন এর বব মোটিফ এর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা এই দুজন ভ্যক্তিরই কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি যখন ফুড ফর দি হাঙ্গরীতে কাজ করতাম তখন এই প্রোগ্রামটি তৈরী ও ব্যবহৃত হয়েছিলো। সেখানকার দয়ালু ও সমথর্নকারী স্টাফরা বিভিন্ন ধরণের ধারণা ব্যবহার করতে, উপাত্ত সংগ্রহ করতে, ও একটি শক্তিশালী প্রোগ্রাম দাঁড় করাতে আর্থিক সহযোগিতা দান করেছিলো। আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে ও এই কাজটিকে সমথর্ন করার জন্য ধন্যবাদ।

এই নং ১ মডিউল এ, আমি বেশীর ভাগ তথ্য বব ও ড্যারো এর লিখিত বিষয়বস্তু থেকে নিয়েছি, বিশেষভাবে- ড্যারো মিলারের লেখা "উন্নয়ন ন্যায়নীতি" (ডেভেলপমেন্ট এথিক) ও বব মোটিফের লেখা "নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কাযর্ক্রম" (লীডারশীপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও, এই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবার কিছু কিছু ধারণা নিয়েছি মার্ক উইলসনের কাছ থেকে। পাঠ- ৮ এ নদী পারাপারের কাহিনীটাও আরেকটি উৎস থেকে নিয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি এই কাহিনীটির মূল লেখককে খুঁজে পাইনি বলে তাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না।

আমি অত্যন্ত গভীরভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যাদের সঙ্গে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করেছি যখন তারা এই ধারণাগুলো অধ্যয়ন ও ব্যবহার করে । তারাই আসল নায়ক। তারা যখন এই ধারণাগুলো ব্যবহার করে তারা কী পেয়েছে তা আমাকে জানিয়েছিলো, সেই তথ্যই এই কাজটিকে সম্ভব করেছে, এবং আমি যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার জন্যই আমি কাজটি করে গিয়েছি। আমি এখনও প্রথম প্রশিক্ষকের দলটির জন্য আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ধরে রেখেছি, আমি যখন শিখছিলাম কীভাবে ও কী শিক্ষা দিতে হয় তখন তারা একেবারে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির মধ্যেও চুপচাপ বসেছিলো। তারা ধৈর্য সহকারে সেই ধারণাগুলো বুঝবার - এমন কি শিক্ষা দিবার - জন্য চেষ্টা করছিলো যা আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই পরিবেশের জন্য অনেক জটিল ছিলো। তথাপি আল্লাহ্ সেই লোকদেরকে আমাদের সকল ব্যর্থতা স্বত্বেও দারিদ্রের মধ্য থেকে বের করে এনেছিলেন । তাতে আমরা এক অনন্তকালীন শিক্ষা পাই যে এই প্রোগ্রামটি কখনই আমার সম্বন্ধে বা আমি কী করছিলাম তার সম্বন্ধে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ও তিনি কী করছিলেন সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমি অসীমভাবে উপলব্ধি করেছি যে আল্লাহ্ আমাকে এই কাহিনীটির একটি অংশ হতে অনুমতি দেবেন এবং আমার সকল দূর্বলতা স্বত্বেও আমাকে ব্যবহার করবেন। কেবল মাত্র তাঁরই জয় হোক।

শেষে, আমি বিশেষভাবে আমার প্রিয় স্বমীকে ধন্যবাদ দিই যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর নিজের পরিচর্যা কাজ ছেড়ে আমার সঙ্গে এক সঙ্গে এই প্রোগ্রামে কাজ করেছেন। তাঁকে ছাড়া এবং বছরের পর বছর ধরে তিনি যে সব স্বর্থ বিসর্জন দিয়ে এই কাজ করেছেন, তা বাদ দিয়ে কোনভাবে আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব ছিলো না। প্রিয় স্বমী, তুমি আমার ডানার নীচের বাতাস। আমি তোমায় ভালোবাসি!

আনা হো
নির্বাহী পরিচালক

শুরু করার পূর্বে

একটি অধ্যায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হোন

১. শিক্ষক সহায়িকাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যদি সম্ভব হয় বেশ কয়েকবার পড়বেন। মার্জিনের পাশে আপনি গুরুত্বপূর্ণ নোট নিয়ে রাখতে পারেন এবং সেই সাথে দাগ দিয়ে রাখতে পারেন যেন আপনি সহজে মনে করতে পারেন।
২. প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনি সহজেই বুঝবেন এই অধ্যায় থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি শিক্ষা পাবে।
৩. প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কিতাবের যে আয়াত দেয়া আছে সেগুলো পড়ুন।
৪. প্রত্যেক অধ্যায় শুরু করার পূর্বে সেই অধ্যায়ের সাথে কি কি উপাদান লাগবে সেটা দেখে নিন এবং অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকাটি সকলের জন্য প্রিন্ট করা আছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখবেন ও কোন অধ্যায়ের সাথে ভিজ্যুয়াল এইড যাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন।
৫. মনে রাখবেন প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করতে আপনি স্বচ্ছন্দ কিনা (নাটক, খেলা, ভিজ্যুয়াল এইড)। শিক্ষাদানের পূর্বে আপনি এগুলো আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতে পারেন।
৬. আল্লাহ্ যেন শিক্ষার্থীদের হৃদয় প্রস্তুত করেন, আল্লাহ্ তাদের কি বলতে চান সেই রব শোনার ও সেভাবে কাজ করার এবং আল্লাহ্ নিজে যেন সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ও অধ্যায়ের মাধ্যমে কাজ করেন, এই সকল বিষয়ে মোনাজাতে সময় নিন। মনে রাখবেন একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিতেই আমরা লোকদের পরিবর্তন দেখতে পাই।

শিক্ষাদানে সহায়ক কিছু পরামর্শ

১. চেষ্টা করুন নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌছাঁনোর এবং আপনার ম্যাটেরিয়াল ও যে স্থান ব্যবহার করবেন সবকিছু গুছিয়ে নিন।
২. ম্যাটেরিয়াল কখনো দ্রুততার সাথে ব্যবহার করবেন না। আলোচনা, অনুশীলন, এবং চা-বিরতির জন্য ভালোভাবে পরিকল্পনা করুন। এর লক্ষ্য হলো যেন অংশগ্রহণকারীরা যা শিখেছে তা বোঝার সময় পায় এবং শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একই ধারা বজায় রাখুন যেন সকলে বুঝতে পারে। এই পাঠ্যক্রমের কোন কোন বিষয় আছে যার জন্য একটু বেশী সময় বা একটি পুরো দিনেরও প্রয়োজন হতে পারে।
৩. মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করুন। প্রত্যেক সেশনের শুরুতে আগের ক্লাশে বা পাঠে কি শিখেছে সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন। আগে কি শিখেছে সেটা পুনরায় আলোচনা মানুষকে আরও বেশী স্বরণ রাখতে সাহায্য করে।
৪. শিক্ষক সহায়িকাটি ভালো ভাবে লক্ষ্য করুন এবং নোটগুলো ব্যবহার করুন।
৫. প্রত্যেক অধ্যায়ের চারটি অংশ যুক্ত হয়েছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।
   ক. আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা- বিভিন্ন কর্যক্রম বিষয়টি তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করবে।
   খ. নতুন তথ্য দিন- বিভিন্ন উপায়ে আপনি নতুন তথ্য দিতে পারেন।
   গ. শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার উপরে তাদের কোন কাজ দেয়া- অন্যদের সাথে কাজ করা, নতুন কিছু তৈরী করা, অথবা কোন কাজ করা এমন বিভিন্ন কর্যক্রমের মাধ্যমে শির্ক্ষাথীরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।
   ঘ. শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে এমন তথ্য ব্যবহার করা- পাঠ্যক্রমটির শেষে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে তারা তাদের জীবনে যা শিখেছে এমন নতুন তথ্য প্রয়োগ করবে।
৬. প্রাপ্তবয়স্কদের শেখার নীতিগুলো এবং প্রশিক্ষণের জন্য শেখানো অন্যান্য দক্ষতা পর্যালোচনা করুন।
   ক. সঠিক নির্দেশনা দিন।
   খ. সবাই উত্তর দিতে এমন ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
   গ. অংশগ্রহণকারীদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিন।
   ঘ. লোকেরা আবিষ্কারের মাধ্যমে আরও ভাল শিখতে পারে এমন কিছু বলবেন না।
   ঙ. লোকদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের জানার উপরে ভিত্তি করে সবকিছু তৈরী করুন।
   চ. অংশগ্রহণকারীদের সাড়া পাবার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন।
৭. প্রত্যেককে অংশ নিতে, আলোচনা করতে এবং সহযোগীতা করতে উৎসাহিত করুন। অনেকেই আছে যারা একটু লজ্জা পায় তাদের বিব্রত না করে অংশগ্রহণ করানোর জন্য ভিন্ন উপায় খুজেঁ বের করুন।
৮. দিনের বিভিন্ন সময়ে মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্ আপনার ও শির্ক্ষাথীদের মধ্যে আরও নতুন বিষয় দেন।

কিভাবে শিক্ষক সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন

১. **উদ্দেশ্য এবং উপকরণ:** প্রত্যেক অধ্যায় এই সেকশনের মাধ্যমে শুরু হবে।

ক. মূল ধারণা-- এগুলো হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা যা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন যে তারা সঠিক ধারণা লাভ করেছে কিনা।

খ. উপকরণ- প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে কি কি উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে সেটা উল্লেখ্য করা আছে। আপনি চাইলে সকলের জন্য একটি করে শিক্ষার্থীদের সহায়িকা কপি তৈরী করে দিতে পারেন অথবা যে অধ্যায়ের জন্য প্রয়োজন শুধু সেই অধ্যায়টি কপি করে দিতে পারেন। যদি আপনি শিক্ষার্থীদের সহায়িকাটি ব্যবহার করতে না চান তাহলে, কিতাবের আয়াত এবং প্রশ্ন একটি হোয়াইট বোর্ডে বা পোষ্টারে অথবা পদগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে প্রত্যেক দলের জন্য লিখে দিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক বড় দলের শিক্ষাদানের জন্য পোষ্টার পেপার, একটি হোয়াইট বোর্ড, অথবা চকবোর্ড ব্যবহারের অনুরোধ করে থাকি।

গ. নিচের বিষয়গুলি কখন ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা আপনাকে সাহায্য করবে:

- **শিক্ষার্থী সহায়িকা** - এইভাবে লেবেল করা হবে।
- **ভিজ্যুয়াল এইডস্** - এইভাবে লেবেল করা হবে।

২. **শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:** এই ট্রেনিংটি ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য এখানে কিছু বিশেষ নির্দেশনা দেয়া আছে। তবে এই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা যাবে না। আপনাকে এই নির্দেশনাগুলি আগে পড়ে নিতে হবে যেন আপনি আলোচনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নিজেকে আগে থেকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এখানে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্ত র ইটালিক(*বাকা*) করা থাকবে যা আপনাকে সাহায্য করবে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কি ধরণের উত্তরের ধারণা দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যে উত্তর গুলি এখানে লেখা আছে এগুলোই ভালো উত্তর নয় অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে আরও ভালো উত্তর আসতে পারে।

৩. **সময় রক্ষা করা এবং পরিচালনা করা:** প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে সময় দেয়া হয়নি।

ক. প্রত্যেক অধ্যায়ে যা লেখা আছে তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝানোর জন্য আপনি সময় নিতে পারেন। সময় রক্ষার করার চেয়ে আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বুঝতে পেরেছে কিনা।

খ. মনে রাখবেন যে শিক্ষা দিবেন তার জন্য কিছু সময় রাখবেন যেন সে মোনাজাত, আত্মসাক্ষ্য, কোন সমস্যার জন্য সমাধান দিতে পারা এবং সবশেষে একসাথে মোরাজাত করতে পারে।

অধ্যায় ১: পুরো গল্প

মূল বিষয়

শুধুমাত্র রুহজয় আল্লাহ্‌র একমাত্র উদ্দেশ্য নয় কিন্তু তিনি চান মানব জাতির পাপে পতনের কারণে যে তিনটি বিষয় হারিয়ে গিয়েছে তা পুনরোদ্ধার করতে- আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সর্ম্পক, অন্যদের সাথে সর্ম্পক, এবং আল্লাহ্‌র তৈরি অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সর্ম্পক।

উপাদান

১. ভিজ্যুয়াল এইড্‌স:
   - তিনটি সর্ম্পক (চারটি ছবি: সৃষ্টি, পাপে পতন, পুনরূত্থান, পুনরাগমন)
   - আদম এবং হবার একটি নাটিকা- (২টি কপি)

ভূমিকা

বড় দলের জন্য আলোচনা

- ঈসা কেন মৃত্যবরণ করেছেন?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *ভিন্ন ভিন্ন উত্তরের জন্য সবাইকে উৎসাহ দিন। উত্তর যে সঠিক হতেই হবে এমন কোন বাধা নিষেধ নেই সেটা সকলের উদ্দেশ্যে বলুন। সঠিক উত্তর দানকারীদের প্রশংসা করতে ভুলবেন না।*

সাধারণত আমরা বলে থাকি ঈসা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছিলেন। এটা সত্য, কিন্তু তিনি এরচেয়েও বেশী কিছু করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। ক্রুশে তার মৃত্যুবরণ গল্পের একটি অংশ মাত্র। কিতাবের সত্যিকারের নিগূঢ়তত্ত্ব বোঝার জন্য, আমাদের গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে।

সৃষ্টি

বড় দলের জন্য আলোচনা

কিভাবে ঈশ্বর এই পুরো পৃথিবী তৈরী করেছেন সেই বিষয়ে আপনি যা জানেন তার উপরে কিছু প্রশ্নের জন্য আপনি কি প্রস্তুত?

- ঈশ্বর এবং আদমের মধ্যে সর্ম্পক কেমন ছিলো? (পয়দায়েশ ১:২৬-২৭,৩১)
- আদম এবং হবার মধ্যে সর্ম্পক কেমন ছিলো? আপনার কি মনে হয় তাদের মধ্যে অনেক তর্ক হতো? (পয়দায়েশ ২:২৩-২৫)
- আদম এবং অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে সর্ম্পক কেমন ছিলো? আদমের কি এর সবকিছু প্রয়োজন ছিলো? তার কি পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ছিলো? (পয়দায়েশ ১:২৯-৩০)

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: ***ভিজ্যুয়াল এইড্‌স*** *থেকে ১ম ছবিটি দেখান: এটি সৃষ্টির ছবি এবং অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সাহায্য করুন পতনের পূর্বে এই তিনটি সর্ম্পক ছিলো একদম নিখুঁত।*

পাপে পতন

পয়দায়েশ ৩:১-২০ আয়াত পড়ুন।

নাটিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুইজনকে অনুরোধ করুন এই নাটকটি করার জন্য। দুই স্বেচ্ছাসেবককে দুটি কপি দিন।*

"আদম ও হবার কথোপকথন"

আদম: (বাগানের পরিচর্যা করার সময়) হবা, বাগানের কাজ করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ, কেন যে আমরা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে তাঁকে কষ্ট দিয়ে সেই ফল খেতে গেলাম!

হবা: হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরাও আর কখনও ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। তারা সবসময় একে অপরের সাথে তর্ক করে এবং আঘাত করে। আমি আশা করি যেন তাদের সর্ম্পক যেন আরও খারাপ পর্যায়ে না যায়! আর আমাকে যেন এই নোংরা ডুমুর পাতার পোশাক পরতে না হয়। এগুলো সত্যিই খুব বাজে!

আদম: (তর্ক করবে) আমাদের নতুন পোশাক কেনার ক্ষমতা নেই, সুতরাং কোন অভিযোগ করো না! (বিরতি) পুরনো দিনগুলি আমার খুব মনে পরে, যখন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে হাটঁতাম এবং একসাথে কথা বলতাম। আর এখন তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কারণ আমরা এমনকি তাঁর কাছাকাছিও নেই। মনে আছে বনের পশুগুলো আমাদের কিভাবে ভালোবাসতো? এখন তারা আমাদের দেখলে ভয় পায়!

হবা: হ্যাঁ, ওরা মাঝে মাঝে আমাদের কামড়াতে আসে! আহহ... আমি সাপকে ঘৃণা করি! আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে আমি একটি সাপের পরামর্শ শুনেছি! এই পুরো ঘটনার জন্য সাপই দায়ী!

আদম: না, এটা তোমার ভুল! তুমি কখনোই সঠিক কাজ করোনা! আমি কেন এমন একজন মানুষের পরামর্শ নিব যে কিনা একটি সাপের পরামর্শে কাজ করে?

হবা: যাইহোক, তুমি এজন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না। কারণ এটি তোমার ভুল! (কষ্ট পেয়ে চুপ হবে) আমি দুঃখিত। আমাদের এভাবে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। আদম, তুমি কি মনে করো সবকিছু আবার আগের মত হয়ে যাবে?

আদম: আমি জানি না। একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন আবার সবকিছু ঠিক করে দিতে!

হবা: হায় হায়... আবার কি? (চিৎকার করবে, দৌড়ে বাইরে যাবে) তোমরা দুইভাই মারামারি বন্ধ করো! এক্ষুণি বন্ধ করো। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আমি তোমাদের বাবার কাছে সবকথা বলে দিব, এবং সে কখনোই তোমাদের উপর খুশি হবেন না!

আদম: (বাগানে ফিরতে ফিরতে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন) কাজ, কাজ, কাজ, কাজ, কাজ, কাজ ...

বড় দলের জন্য আলোচনা

এই নাটক থেকে এবং কিতাবে থেকে আপনি যা পড়েছেন তার আলোকে, পাপে পতনের পর থেকে বর্তমানে লোকেরা কি কি ফল ভোগ করছে?

- পয়দায়েশ ৩:৮ ,১০ আয়াত পড়ুন- পতনের কারণে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সর্ম্পক কেমন হয়েছিলো?
- পয়দায়েশ ৩: ১২ আয়াত পড়ুন- পতনের কারণে একে অপরের সাথে মানুষের সর্ম্পক কেমন হয়েছিলো?
- পয়দায়েশ ৩: ১৫ আয়াত পড়ুন- পতনের কারণে অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের সর্ম্পক কেমন হয়েছিলো?

পতনের কারণে, এই পৃথিবীতে মন্দতা প্রবেশ করেছিলো; শুধুমাত্র নৈতিক মন্দতা নয়, কিন্তু শারিরীক মন্দতাও প্রবেশ করেছিলো। পতনের পূর্বে, এই পৃথিবীতে পর্যাপ্ত খাবার ছিলো, ভুমিকম্প ছিলো না, বন্যা ছিলো না, খরা ছিলো না। কিন্তু পতনের কারণে, এখন আমরা এই সব ফল ভোগ করছি।

পতনের কারণেই তিনটি সর্ম্পক ভেঙ্গে গিয়েছিলো বা নষ্ট হয়েছিলো।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: ভিজ্যুয়াল এইড্‌স *থেকে ২য় ছবিটি দেখান: এটি পাপে পতনের ছবি এবং অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সাহায্য করুন পতন কারণেই তিনটি সর্ম্পক ভেঙ্গে গিয়েছিলো বা নষ্ট হয়েছিলো।*

লক্ষ্য

আল্লাহ্ এবং তার সৃষ্টির গল্পের পরবর্তী অংশ হলো পতনের ফল এবং পুরাতন নিয়মের সমাপ্তি।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *আপনি কিতাবের কোন অংশ থেকে উল্লেখ্য করবেন তা পুরো ক্লাশকে দেখান।*

এই অংশটি একটি বিশেষ অংশ যেখানে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের খুজঁছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভেঙ্গে যাওয়া সর্ম্পকটিকে আবার জোড়া দিতে।

ইব্রাম পয়দায়েশ ১২:১-৩ আয়াত পড়ুন। এই অংশে দেখানো হয়েছে আল্লাহ্ ইব্রামকে গড়ে তুললেন এবং তাকে আর্শীবাদ করলেন। কেন তিনি ইব্রামকে রহমত করলেন? (কারণ আল্লাহ্ পুরো জাতিকে আর্শীবাদ করতে চান) এই একটি অধ্যায়ে, পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাই । জামাতের মাধ্যমে, তিনি পুরো জাতিকে রহমত করতে চান।

মূসা আল্লাহ্ পৃথিবীর জন্য ১০টি আজ্ঞা দিয়েছিলেন যেন ভেঙ্গে যাওয়া সর্ম্পক কিভাবে ঠিক করতে হয় তা আমরা জানতে পারি।

- আইন কি কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে আচ্ছাদন করে, অথবা এটি একে অপরের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে আমাদের সর্ম্পকগুলি আবরণ করে?

প্রথম চারটি আজ্ঞা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সর্ম্পক পুনঃস্থাপনের জন্য। কিন্তু পরের ছয়টি আজ্ঞা দ্বারা কোন সর্ম্পক পুনঃস্থাপন বোঝানো হয়েছে? (একে অপরের সাথে আমাদের সর্ম্পক)। সর্ম্পূণ আজ্ঞাগুলো আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সর্ম্পক (হিজরত ২১:৩), একে অন্যের সাথে সর্ম্পক (হিজরত ২১:১২) এবং অন্যান্য সৃষ্টির সাথে আমাদের সর্ম্পকের বিষয়ে লেখা (হিজরত ২৩:১০-১২)। এর মধ্যে কিছু আজ্ঞা নিদির্ষ্ট করা আছে যা আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে (লেবীয় ১৩ রুকু) এবং কিভাবে একে অন্যকে সম্মান দিতে হবে সেই বিষয়েও বলা হয়েছে (হিজরত ২৩:১-৯)। আল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাদের রুহানিক জীবনের যত্ন নেন না। তিনি আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুর দিকে খেয়াল রাখেন বা যত্ন নেন। আর এই জন্যই তিনি পাপের কারণে ভেঙ্গে যাওয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য আইন তৈরী করে দিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪ পড়ুন।

- আল্লাহ্‌র কথা মত যদি লোকেরা এই আদেশ মানে তাহলে তার পরিণতি কি হবে?
- এই রহমতের প্রতিশ্রুতি কি শুধু রুহানিক জীবনের জন্য, অথবা তাদের দৈহিক জীবনের জন্য?

আল্লাহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক রাজা এবং ভাববাদীদের তুলে এনেছেন, কিন্তু তারপরও ইস্রায়েল জাতি বার বার দারিদ্র ও যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে কারণ তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং তার আজ্ঞা অমান্য করেছিলো।

২য় খান্দাননামা ৭:১৪ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ কাদের নম্র হতে বলেছেন এবং মোনাজাত করতে বলেছেন? *(সমস্ত মানুষ নয়, কিন্তু তাঁর লোকেরা- বর্তমান ঈসায়ী)*
- যদি তারা নম্র হয় তাহলে তাদের প্রতি কি ঘটবে? (আল্লাহ্ আমাদের দেশ আরোগ্য করবেন) এই কথাটি এখনও পর্যন্ত সত্যি। এই কথার দ্বারা শুধুমাত্র জীবন রক্ষার করার কথা বলা হয়নি। এখানে আল্লাহ্ তিনটি সর্ম্পকের মধ্যে সুস্থতা আনতে চান - আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সর্ম্পক, একে অন্যের সাথে সর্ম্পক এবং অন্যান্য সৃষ্টির সাথে আমাদের সর্ম্পকের।

ক্রুশ

এই অংশটি গল্পের সবচেয়ে সুন্দর অংশই নয়, এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই, দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করতে হলে কিছু না কিছু বলি দিতে হয়। কিন্তু ঈসায়ী ধর্মে, আল্লাহ্ মানবজাতিকে এত ভালোবাসলেন যে পৃথিবীতে নিজ পুত্রকে পাঠালেন মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করতে।

কলসীয় ১:১৯-২০ আয়াত পড়ুন। কেন ঈসা মৃত্যুবরণ করলেন?

- *যেন সমস্ত সর্ম্পক পুনরুদ্ধার হয়।*

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: ভিজ্যুয়াল এইডস *থেকে ৩য় ছবিটি দেখান: পুর্নমিলন এবং পুরো ক্লাশকে ব্যাখ্যা দিন যে ঈসা এসেছিলেন পতনের কারণে ভেঙ্গে যাওয়া সর্ম্পকটি পুনরুদ্ধার করতে। তারপরও গল্পের শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই নিখুঁত হবে না।*

ঈসা যাবার সময় আমাদের এক মহান আজ্ঞা দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব যেন লোকেরা ঈসায়ী হচ্ছে এটা চুপচাপ বসে না দেখা, বরং সমস্ত জাতিকে শিষ্য তৈরী করা। সমস্ত জাতিকে শিষ্য তৈরী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বোঝাতে চান যেন ঈসা সর্ম্পক পুনঃস্থাপনের জন্য যা করেছেন লোকেরা যেন তা অনুসরণ করে।

পুনরাগমন

বড় দলের জন্য আলোচনা

প্রকাশিত কালাম ২১:১-৭ আয়াত পড়ুন।

- শেষ সময়ে, আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সর্ম্পক কেমন হবে?
- মানুষ একে অন্যের সাথে কেমন সর্ম্পক বজায় রাখবে?
- প্রকৃতির সাথে মানুষের সর্ম্পক কেমন হবে? আমাদের কি পর্যাপ্ত খাবার থাকবে? আমরা কি কখনও অসুস্থ হব না?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: ভিজ্যুয়াল এইডস *থেকে ৪র্থ ছবিটি দেখান: পুনরাগমন এবং অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা দিন, যখন ঈসা ফিরে আসবেন, শুরুতে যেমন সর্ম্পক ছিলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী সেই সর্ম্পক ঈসার মাধ্যমে নতুনভাবে পুনঃস্থাপিত হবে।*

উপসংহার

এটাই হলো সর্ম্পূণ গল্প- যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে আল্লাহ্ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরী করেছেন; কিভাবে পৃথিবীতে মন্দতা প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র সাথে সর্ম্পক, অন্যদের ও সৃষ্টির সাথে সর্ম্পক ভেঙ্গে দেয়; আল্লাহ্ মানুষকে এতটা ভালোবাসেন যেন নিজ পুত্রকে সেই সর্ম্পক পুনঃস্থাপনের জন্য এই পৃথিবীতে পাঠালেন; এবং আল্লাহ্ একদিন আবার আসবেন যেন সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে পারেন।

আল্লাহ্ আপনাকে অনেক ভালোবাসেন। তিনি তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে মৃত্যুযন্ত্রনা ভোগ করতে পাঠালেন যেন আল্লাহ্‌র সাথে এবং একই সাথে একে অন্যের ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে আমাদের সর্ম্পক স্থাপিত হয়।

২য় অধ্যায় : মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

মূল বিষয়

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং এই জন্যই তারা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই মূল্যবান। আমাদের প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার করা প্রয়োজন, এমনকি যারা সবসময় দুর্ব্যবহারের শিকার তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করা প্রয়োজন, কারণ তারাও আল্লাহ্‌র কাছে মূল্যবান।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা (ঐচ্ছিক)
   ক. আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (প্রত্যেক দলের জন্য ১ কপি)

ভূমিকা

বড় দলের জন্য আলোচনা

কঙ্গোতে অনেক জামাত দেহব্যবসায়ী মহিলাদের কাছে পৌছাঁতে শুরু করে, তাদের জামাতে থাকার জায়গা করে দেয় এবং সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। পতীতারা মূলত রাস্তায় থাকতো কারণ বিয়ের আগেই যখন তারা গর্ভবতী হয়ে পরতো তখন পরিবার থেকেই তাদের ঘর থেকে বের করে দিত।

- আপনি কি মনে করেন এই অসহায় মেয়েদের সাহায্য করা জামাতের একটি ভালো কাজের অংশ?
- আপনার কি মনে হয় জামাত এদিকে মনোযোগ না দিয়ে আরও অনেক মানুষ আছে যাদের দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিতে পারত?

আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট

বড় বা ছোট দলের আলোচনা (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

পায়দায়েশ ১:২৬-২৭ পড়ুন।

- কেন অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষ আলাদা? আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য তাঁর সাদৃশ্য হিসেবে কি ব্যবহার করেছেন?
- আল্লাহ্‌র কি কি বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়? যতগুলো সম্ভব খুজেঁ বের করার চেষ্টা করুন।

জবুর ১৩৯:১৩-১৬ পড়ুন।

- এই পদের আলোকে মানুষের গুরুত্ব কি?
- আপনি কি মনে করেন এই পদটি শুধু অল্প কিছু মানুষের জন্য অথবা সমস্ত মানুষের জন্য?

আমরা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র নকশায় তৈরী, তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাদের সমস্ত দিন তার পুস্তকে লেখা আছে। আমরা কোন দুর্ঘটনাবশত পৃথিবীতে আসিনি, আল্লাহ্‌ নিজে প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

বড় দলের আলোচনা

ইউহোন্না ৩:১৬ পড়ুন।

- পৃথিবীকে পুনরূদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্‌ কি করেছিলেন?
- আমরা ভালো কাজ করেছিলাম বলেই কি আল্লাহ্‌ মৃত্যুবরণ করেছিলেন? *(যদি অংশগ্রহণকারীরা অনিশ্চিত থাকে তাহলে রোমীয় ৫:৮ দেখান)*
- যদি আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ পুত্রকে পৃথিবীতে মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পাঠান, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের মূল্য বা গুরুত্ব কতটা?
- এর মাধ্যমে অন্যদের সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করবো বলে শিক্ষা পাই?

সারসংক্ষেপ: এই সকল পদের আলোকে, আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্‌ অবশ্যই চিন্তা করেন মানুষ অনেক মূল্যবান। তিনি নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন- আমাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত যত্নের সাথে তৈরী করা হয়েছে এবং মায়ের গর্ভে বোনা হয়েছে। তিনি মানুষের পক্ষে এতটা যত্নবান যে নিজ পুত্রকে আমাদের জন্য মৃত্যুভোগ করতে পাঠিয়েছিলেন।

চলুন আরেকবার চিন্তা করে দেখি সেই জামাতের কথা যারা পতীতাদের সাহায্য করেছিলো।

- এতক্ষণ আমরা যা শিখলাম এর থেকে কি আমরা বুঝতে পারি কেন তারা পতীতাদের সাহায্য করেছিলো?

ব্যক্তিগত প্রতিফলন

আমরা একেকজন আল্লাহ্‌র কাছে খুবই মূল্যবান। এমনকি আমাদের সমাজের প্রত্যেকে মূল্যবান। নিভৃতে একটি বিষয় চিন্তা করে দেখুন আপনার সমাজের লোকেরাও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মূল্যবান এবং সেইভাবে আপনি তাদের সাথে ব্যবহার করছেন কিনা।

কেস স্টাডি: প্রাচীন জামাত

বড় দলের আলোচনা

প্রাচীন জামাতের লোকেরা মানুষের গুরুত্ব সর্ম্পকে বুঝতো। সেই সময় বেশীরভাগ লোকেরা বিশ্বাস করত যে দেবতারা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং দেবতাদের দ্বারা শাস্তি এড়াতে মানুষের ত্যাগ স্বীকার করার দাবি করেছিলেন। কিন্তু ঈসায়ীরা বুঝতে পেরেছিলেন যিনি সত্যিকারের আল্লাহ্ তিনি অন্য দেবতা থেকে আলাদা। মানুষের ত্যাগস্বীকারের পরির্বতে, তিনি নিজে ত্যাগস্বীকার করেছেন, তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিজ পুত্রকে মৃত্যুবরণ করতে পাঠালেন (ইউহোন্না ৩: ১৬)। ঈসার এই ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ হয় যে প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা গুরুত্ব এবং মূল্য আছে। বিশ্ব এবং বিশ্বের মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পেরে প্রাচীন মন্ডলী গর্ভপাত ও শিশুহত্যার মতো সাধারণ প্রথার বিরুদ্ধে দাড়াঁনোর পরিচালনা পেয়েছে। সেই সময়ে, যদি কোন মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করত, তাহলে প্রায় তাদের রাস্তায় ফেলে দেয়া হতো। তবে, ঈসায়ীরা বুঝতে পেরেছিলো- প্রতিবন্ধী, অনাগত, পুরুষ বা মহিলা, দাস বা ধনী প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। সেজন্য তারা রাস্তা থেকে মেয়ে শিশুদের উদ্বার করে নিজেদের সন্তানের মত বড় করতে শুরু করলো।

প্রাচীন জামাত অন্য একটি বিষয়ও বুঝতে পেরেছিলো তা হলো, যেহেতু আল্লাহ্ মানুষের পরিবর্তে নিজ প্রাণ দিয়ে তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করলেন, সুতরাং ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে অন্যদের সেবা করা তাদের দায়িত্ব। আল্লাহ্‌র অনুসারীরা বুঝতে পেরেছিলেন অন্যদের প্রতি তাদের দয়াবান এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে ঠিক যেমন আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়াবান এবং সহানুভূতিশীল। সেই সময়ে, হঠাৎ করে কলেরার কারণে মহামারীর দেখা দেয়। কলেরা আক্রান্ত কেউ যদি ঠিকমতো পানি খেতে পারে তাহলে তার বেচেঁ যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পানি ছাড়া, তাদের বেচেঁ থাকা অসম্ভব। তবে, কলেরা অত্যন্ত সংক্রামক। সেই সময়ে রোমান লোকেরা অসুস্থতাকে সবচেয়ে বেশী ভয় পেত, যখন তারা দেখত কেউ আক্রান্ত হয়েছে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তীকে তারা রাস্তায় ফেলে দিত যেন পানির অভাবে সে মারা যায়। মানুষের জীবন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু, অন্যদিকে, ঈসায়ীরা আলাদা ছিলো। যাদের কলেরা হয়েছিলো তারা সেই সমস্ত লোকের কাছে যেত, তাদের পানি এনে দিত, এবং তাদের শুশ্রষা করতো। তারা সেবা এবং দয়ার মাধ্যমে ত্যাগস্বীকার করতো। অনেক ঈসায়ীরা সেই সময়ে কলেরায় মারা গিয়েছিলো, মসীহের জন্য তাদের জীবন দিতে পিছপা হয়নি, এবং অন্যরা তাদের ভালোবাসার সাক্ষী হয়েছিলো। এই কারণে মন্ডলী খুব দ্রুতভাবে বাড়তে শুরু করলো।

ব্যক্তি প্রতিফলন

নীরবে গল্পটি নিজের মত করে ভাবুন।

আপনি অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করেন সেটা আল্লাহ্‌কে দেখিয়ে দিতে বলুন। আল্লাহ্ নিজে মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন কারণ তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনি নিজেও কি অন্যদের একই গুরুত্ব দিয়ে দেখেন? নাকি আপনি কিছু লোককে গুরুত্ব দেন এবং কিছু লোককে কোন গুরুত্ব দেন না? অনেক সময় আপনি অন্যদের সাথে এমন আচরণ বা ব্যবহার করেছেন যা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে না এই জন্য আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ কিভাবে মানুষকে গুরুত্ব দেন সেটা আপনাকে দেখিয়ে দিতে বলুন।

ছোট দলের আলোচনা

- কোন কোন ধরণের লোকেরা সত্যিকার অর্থে অবমূল্যায়িত হচ্ছে?
- আল্লাহ্‌র কাছে মানুষ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি অন্যদের কাছে আমরা কি কি ভাবে ব্যাখ্যা অথবা প্রদর্শন করতে পারি?

অনুশীলনী ৩: আল্লাহ্‌কে ভালোবাসুন এবং প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন

মূল বিষয়

আল্লাহ্ আমাদের তাঁর প্রতি ভালোবাসার দেখানোর উপায় হিসেবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবেশীর প্রয়োজনে পাশে দাড়াঁনোর মাধ্যমে আমরা তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখাতে পারি।

উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইড্‌স:
   ক. তাবলিকারির নাটিকা (৩টি কপি)

ভূমিকা- তাবলিকারির নাটিকা

নাটিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *নিচের নাটকে অংশগ্রহণ করার জন্য তিন জনকে বেছে নিন। **ভিজ্যুয়াল এইডস** - কপি তাদের হাতে দিন- তাবলিকারির নাটিকা।*

বর্ণনাকারীর ভূমিকা: ঈসায়ীরা মাঝে মাঝে "সুসমাচারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি" কথাটা বলে থাকে। মাঝে মাঝে তারা মনে করে ঈসাকে গ্রহণ করা একটি জীবন-মরণ সিদ্ধান্ত, কিন্তু এর মধ্যে অন্য একটি বিষয় আছে যা তারা বোঝে না। যখন তারা প্রতিবেশীর প্রয়োজনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, তখন তারা বাক্য থেকে সরে পরে.... আমরা আজকে একটি দরিদ্র কুড়েঘরে যাবো। এই ঘরের একজনমাত্র সদস্য, একজন দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি (রোগী) অসুস্থ হয়ে বিছানায় পরে আছেন। একজন ব্যক্তি, যিনি প্রচার (প্রচারক) কাজের জন্য লোকদের ঘরে ঘরে যান, তিনি সেই অসুস্থ লোকের বাড়িতে পৌছাঁলেন।

তাবলিকারি: কেউ কি শুনতে পারছেন! ঘরে কি কেউ আছেন? আমি কি ঘরে আসতে পারি? (ঘরে ঢুকবেন)

রোগী: (দুর্বলভাবে) হ্যাঁ, এখানে আসুন।

তাবলিকারি: আমি ----------, ---------- জামাত থেকে এসেছি। আমি এসেছি আপনাদের সকলকে আগামী জামাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আল্লাহ্ এবার আমাদের একটি শক্তিশালী রিভাইবেলের (পুনর্জাগরণের) মাধ্যমে রহমত করবেন। আমি বিশ্বাস করি আপনি উপস্থিত থাকবেন।

রোগী: (গভীর আর্তনাদ ও ব্যথায় কোকানো সহকারে) আমি মনে হয় যেতে পারবো না... আমি বিছানা থেকে উঠতে পারি না... হাটাচলাঁর জন্য আমার শরীর যথেষ্ট দুবর্ল... আমার চাকরি হারিয়েছি... ওষুধ... বা খাবার... বা বাড়ি ভাড়া দেবার মত মত কোন টাকা নেই।

তাবলিকারি: এগুলো অনেক বড় সমস্যা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এমন একজন আছেন যিনি জীবনের সমস্ত সমস্যার উত্তর দেন। আপনি ঈসাকে আপনার ব্যক্তিগত নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

রোগী: (দুর্বলভাবে) যখন আমি আমার চাকরি হারালাম সেই সময় আমার পরিবার এবং আমার বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে. . আপনার জামাতের এমন কেউ কি আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারেন? একটু দয়া করুন..

তাবলিকারি: আমার মনে হয় এই ছোট্ট বই (ট্র্যাক্ট) থেকে আপনি সবচেয়ে ভালো সাহায্য পেতে পারেন। এখানে আপনার জীবনে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কি সেটা ব্যাখ্যা করা আছে। আপনি জানেন কি, এখানে আপনি যেভাবে বিছানায় পরে আছেন এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না! এই বইটি রাখুন, পড়ুন, একজন পাপীর মোনাজাত পড়ুন, এবং বিশ্বাস করুন!

রোগী: (আরও দুর্বলভাবে) আমি পড়তে পারবো না... আমি অনেক দুর্বল (কথা বলা বন্ধ, কোন নড়াচড়া ছাড়া শুয়ে থাকা)

তাবলিকারি: (হাতের নাড়ি পরীক্ষা করবে) আপনি এখনো জীবিত আছেন, আমি সৌভাগ্যবান যে আপনি জীবিত সেটা দেখার সুযোগ পাচ্ছি! আমি এই বইটি এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি এখন যেতে চাই এবং আরও হারানো আত্মাদের জয় করতে চাই। (রোগীর কানের কাছে জোরে কথা বলবে) আমরা আপনার জন্য মোনাজাত করবো। মনে রাখবেন, ঈসাই একমাত্র উত্তর (এই বলে প্রচারক চলে যাবে)।

রোগী: (তাবলিকারিকে চলে যেতে দেখে, গভীর শ্বাস ফেললেন) ওহহহহহহহ.....

(আর কোনও কিছু করার প্রয়োজন নেই, অথবা যেটা ভালো সেটা করুন)

বড় দলের আলোচনা

- এই নাটকে কি ঘটেছে?
- আপনি কখনো কাউকে দেখেছেন এভাবে সুসমাচার প্রচার করতে?
- এভাবে সুসমাচার দিলে সেটা কি দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে?
- তাবলিকারির এই পদ্ধতিটি ঈসা যেভাবে কাজ করেছিলেন তার সাথে কি তুলনা করা যায়?

কিতাব আমাদের পরিষ্কার করে বলে যে আল্লাহ্ মানুষের আঘাতের বিষয়ে সচেতন- সুতরাং আমাদেরও তেমন হতে হবে। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালোবাসার হৃদয় কেমন হতে পারে তার "ধারণা" আমরা খুজেঁ পাবো ঈসার আজ্ঞাতে।

মহান আজ্ঞা

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *বাক্যের এই অংশগুলো একটি বোর্ডে লিখুন। সমস্ত দলকে প্রত্যেক সেটগুলো দেখতে বলুন এবং তার উত্তর দিতে বলুন।*

নিচের আয়াতগুলো পড়ুন। আমাদের কোন দুটি আজ্ঞা পালন করার কথা বলা হয়েছে?
মথি ২২:৩৬-৪০ লূক ১০:২৭

নিচের আয়াতগুলো পড়ুন। এই পদে স্বর্গীয় দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। বিষয় দুটি কি?
মথি ৭:১২ রোমীয় ১৩:৯ গালাতীয় ৫:১৪

প্রশ্নোত্তর

প্রথম দুটি পদে আমরা কি কি আজ্ঞা খুজেঁ পাই?

- *আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা*
- *প্রতিবেশীকে ভালোবাসা*

এই দুটির আজ্ঞার মধ্যে কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ? *(মথি ২২:৩৭-৩৮ আবার পড়ুন)*

- *আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা*

সমস্ত আদেশ বা আজ্ঞা ভেঙ্গে একটি আদেশে রূপান্তর করা হলো, সেটা কি?

- *প্রতিবেশীকে ভালোবাসা*

ঈসা কেন সমস্ত আজ্ঞা ভেঙ্গে একটি করলেন এবং কেন ভাববাদীরা এই আজ্ঞা মেনে নিলেন এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

- *যদি তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছাঁতে না পারে যে এর কারণ হলো আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করি, তবে এই পাঠের শেষে এই প্রশ্নটিতে আবার ফিরে আসুন।*

নিজের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা

ছোট দলের আলোচনা

১ ইউহোন্না ৩:১৭, ১ ইউহোন্না ৪:২০, এবং ইয়াকুব ১:২৭ পড়ুন।

- এই আয়াত থেকে আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসার বিষয়ে কি শিক্ষা পাই?

বড় দলের আলোচনা

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাড়ানোঁর মধ্যে সর্ম্পক কোথায়?

- *যদি আমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি, তাহলে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে পারি। যদি বলি আমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি, কিন্তু প্রতিবেশীকে ভালোবাসি না, তাহলে এর থেকে প্রকাশ পায় আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি না।*

অন্যের প্রয়োজনে পাশে না থেকে কি আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আর কোন উপায় আছে?

- *না*

যদি আমরা অন্যের সামাজিক এবং শারিরীক- একই সাথে রুহানিক প্রয়োজনে পাশে না থাকি তারপরও কি আমরা ঈসার উম্মত?

- *না। আমরা যদি মেষ এবং ছাগলের দৃষ্টান্ত দেখি, সেখানে আমরা কি করব এবং কি করব না তার পরিষ্কার পাথর্ক্য দেয়া আছে। "কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে... (মথি ২৫:৩৫)। এই দৃষ্টান্তে ঈসা পরিষ্কার*ভাবে আমাদের বলেছেন যদি আমরা সত্যিকার অর্থে তার অনুসারী হই তাহলে আমাদের অবশ্যই আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে তাদের যত্ন নিতে হবে ও পাশে দাড়াতেঁ হবে।

ক্রুশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *একটি বোর্ডে যেভাবে দেখানো আছে সেভাবে একটি ক্রুশের ছবি আকুঁন। দলের সকলের কাছে এই ছবির ব্যাখ্যা দিন।*

এটা আকাঁনোর উদ্দেশ্য হলো যেন মূল বিষয়টি আমরা মনে রাখতে পারি। সোজা বা লম্বা রেখাটির অর্থ হলো আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সর্ম্পক। এটা সবচেয়ে বড় রেখা।

অনুভূমিক (আড়াআড়ি) রেখাটি অন্যদের অথবা মানুষের সাথে আমাদের সর্ম্পকের প্রতিনিধিত্ব করে। এই রেখাটি লম্বা বা সোজা রেখার সাহায্যে নিয়েছে। লম্বা রেখা ছাড়া, অনুভূমিক রেখাটি কখনো স্থায়ী হতে পারবে না। এটা শুধুমাত্র এই ছবির জন্য প্রযোজ্য নয় এই বিষয়টি আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভালো সর্ম্পক তৈরীর জন্য আমাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন।

আমাদের প্রতিবেশী কে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা: *এই কাজের জন্য, আপনাকে দয়ালু শমরীয়ের গল্প পড়তে হবে এবং অন্যরা সেটা অভিনয় করে দেখাবে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের জন্য একজনের সাহায্য নিন । ৭ জনকে প্রয়োজন এই গল্পের অভিনয়ের জন্য: ১ জন পুরুষ, ২ জন ডাকাত, ১ জন যাজক, ১ জন লেবীয়, ১ জন শমরীয়, ১ জন সরাইখানার মালিক।*

একজন ঈসাকে প্রশ্ন করেছিলো, "অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" (এর অর্থ হলো "আমি কিভাবে বের্হেস্তে যেতে পারি?") ঈসা তাকে বললেন দুটি বিষয় এখানে প্রযোজ্য- আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে হবে এবং প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে। তখন সেই লোক ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার প্রতিবেশী কে?" ঈসা নিচের গল্পের মাধ্যমে উত্তর দিলেন।

লূক ১০:৩০-৩৭ পড়ুন।

বড় দলের আলোচনা

- শমরীয় লোকটি কি আহত লোকটিকে চিনতেন?
- আহত লোকটির জন্য সেই শমরীয় লোকের কেমন অনুভব হয়েছিলো? অন্যদের কাছে কেন এটি কঠিন?
- শমরীয় লোকটি কিভাবে তার প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলো? সে কি ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত করেছিলো অথবা সে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী করেছিলো?
- এই গল্পের আলোকে আমাদের প্রতিবেশী কে সেই বিষয়ে কি শিক্ষা পাই?

- প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের বিষয়ে এই গল্প থেকে কি শিক্ষা পাই?

প্রয়োগ

যাদের সাথে আপনার মাঝে মাঝে দেখা হয় সেই সমস্ত লোকদের কথা চিন্তা করুন। তাদের জন্য আপনি কি করতে পারেন বলে মনে করেন?

অনুশীলনী ৪: প্রতি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি

মূল বিষয়

ঈসা চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন- দৈহিক, রুহানিক, সামাজিক, এবং মানসিক। আমাদেরও এই চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং একইসাথে সমাজ ও জামাতকেও এই একই ক্ষেত্রগুলোতে বৃদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করতে হবে।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা
   ক. লূক ২:৫২ আয়াতের চার্ট (প্রত্যেকের জন্য একটি করে)
২. ছোট ছোট কাগজের টুকরো যা কোন জায়গায় বা হোয়াইট বোর্ডে লাগানো যাবে।

ভূমিকা

ছোট দলের আলোচনা

- ০ থেকে ১৮ বছর বয়সী একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য কি কি প্রয়োজন?

শিক্ষকের নির্দেশনা: *ছোট ছোট কাগজে অংশগ্রহণকারীদের উত্তর লিখতে বলুন (এরপরের কার্যক্রমের জন্য এই কাগজগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে)। যদি তারা এই চারটি ক্ষেত্র থেকে কোন উদাহরণ বাদ দিয়ে থাকে (নিচে দেখুন), তাহলে তাদের উদাহরণ বলে সাহায্য করুন। উদাহরণ: সামাজিক ক্ষেত্র: আপনার কি মনে হয় এই লোকটির একটি পরিবার প্রয়োজন অথবা তাদের ভালোবাসার জন্য কি কাউকে প্রয়োজন?*

লূক ২:৫২

লূক ২:৫২ পড়ুন: "পরে ঈসা জ্ঞানে ও বয়সে এবং আল্লাহ্‌র ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন।

কোন চারটি ক্ষেত্রে ঈসা বৃদ্ধি পেয়েছিলেন? এই চার ধরণের বৃদ্ধিতে কোন কোন সাধারণ বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়?

জ্ঞান	মানসিক
দৈহিক বৃদ্ধি	দৈহিক
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য	আত্মিক
মানুষের সান্নিধ্য	সামাজিক

শিক্ষকের নির্দেশনা: *এই সাধারণ বিষয়গুলি একটি পোষ্টারে বা হোয়াইট বোর্ডে লিখুন। কার্ডগুলো নিন। এরপর ভূমিকার জন্য কার্ডগুলো ব্যবহার করুন এবং সবাইকে বলুন কার্ডগুলোকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী সাজাতে।*

ঈসার মত, আমাদেরকেও এই চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে। মানুষের কিভাবে বৃদ্ধির প্রয়োজন সেক্ষেত্রে যীশুর এই বৃদ্ধি আপনি একটি মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

ঈসার বৃদ্ধি

বড় দলের আলোচনা

১. ঈসা যে দৈহিক/বৈষয়িক/ সামাজিক জীবনযাত্রায় বেড়েছিলেন সেগুলি কি ছিল? (ঈসা কি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন? তাঁর ঘরে কি বিদ্যুৎ ছিলো? তারঁ জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিলো? তিনি কি লিখতে ও পড়তে জানতেন? ঈসার বাবা মা কি তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন?)

- *ঈসা একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা বলিদানের জন্য দুটি কবুতর দিত। (লূক ২:২৪ এবং লেবীয় ১২:৮ দেখুন।)*
- *অবশ্য, তাঁর পর্যাপ্ত খাবার ছিলো। তাঁর বাবা ছোট একটি কাজ করতেন, এবং তাঁর পরিবারের সবার একটি ভালোবাসার বন্ধন ছিলো।*
- *ঈসা সমাজ-গৃহে লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন।*

২. আল্লাহ্‌র ইচ্ছাপূরণ করার জন্য ঈসার কি কোন কিছুর প্রয়োজন ছিলো? কেন এবং কেন নয়?
   - *ইউহোন্না ১৭:৪ আমাদের এই কথা বলে ঈসা আল্লাহ্‌র দেয়া কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।*
৩. *আল্লাহ্‌র* উদ্দেশ্য পূরন করার জন্য কতটা ধনসম্পদ থাকা প্রয়োজন?
   - *ঈসা অনেক দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূরন করেছেন।*
৪. ঈসা চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। আমরা কি অন্যদের এই ক্ষেত্রগুলোতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারি? কিভাবে?
   - *হ্যাঁ পারি, ঈসার বৃদ্ধি অন্যদের বৃদ্ধিদানের ক্ষেত্রে একটি আর্দশস্বরূপ।*
   - *এই চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি লাভ করা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অনেক সময়ের প্রয়োজন।*
৫. ঈসা কি অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, অথবা তারঁও সময় লেগেছিলো?
   - *ঈসারও বৃদ্ধি পেতে সময় লেগেছিলো- প্রায় ৩০ বছর!*
৬. ঈসার বৃদ্ধিতে অনেক বছর লেগেছিলো, তাহলে অন্যদের বৃদ্ধির জন্য কত সময় লাগতে পারে? লোকদের বৃদ্ধির পাবার জন্য আমাদের কতটা সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে?
   - *মানুষের বৃদ্ধি পেতে সময়ের প্রয়োজন। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে তাদের বৃদ্ধি চাই তাহলে তাদের পিছনে অনেক ঘন্টা এবং বছর ব্যয় করতে হবে।*

নিজের জীবনের জন্য প্রয়োগমূলক বিষয়

ঈসার মত আমাদের চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলেই হবে না, কিন্তু অন্যদের এই ক্ষেত্রগুলোতে বৃদ্ধি পেতে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

শিক্ষকের নির্দেশনা: *প্রত্যেককে লূক ২:৫২ আয়াতের চার্টটির একটি করে কপি দিন (**শিক্ষার্থী সহায়িকা**)। যদি আপনার কাছে চার্টটির কপি করার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আপনি একটি বোর্ডে সেটা একেঁ নিতে পারেন এবং অংশগ্রহণকারীরা একটি কাগজে সেটা দেখে একেঁ নিতে পারবে।*

প্রথমে, এই চার্টটি পূরন করুন যাতে আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারেন এবং আপনার পরিবার, জামাত, এবং আপনার সমাজের লোকদের বৃদ্ধি পেতে উৎসাহ দিতে পারেন।

মনে রাখবেন...

- এমন কিছু নির্ধারণ করুন যা আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে করতে পারেন। এমন কিছু ঠিক করবেন না যা অনেক বড়, যা শেষ করতে অনেক সময় লাগবে, এবং এর ফলে অনুৎসাহমূলক ফল পাওয়া যাবে। এমন কিছু ঠিক করে নিন যা আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে সাফল্য লাভ করতে পারেন এবং আগামী সপ্তাহের জন্য অন্য কিছু ঠিক করতে পারেন।
- এমন কিছু ঠিক করুন বা নির্ধারণ করুন যা আপনি আগে কখনো করেননি।

যারা পড়তে পারে না অথবা অল্প শিক্ষিত- *যদি তাদের জন্য এই চার্টটি বা ছকটি পূরণ করা কঠিন হয়ে পরে তাহলে নিম্নের বিষয়গুলি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন:*

- এই চারটি ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারেন সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। এমন কি বিষয় আছে যেটা আপনি এখন আর করছেন না?
- আপনার নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করুন। এই চারটি ক্ষেত্রে কি তারা বৃদ্ধি পাচ্ছে? যদি আপনার পরিবার বা আপনার পরিবার থেকে একজন এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোন একটিতে দুর্বল হয়ে থাকে তাহলে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?
- আপনার জামাতের কথা চিন্তা করুন- এমন কেউ কি আছে যাকে চারটি ক্ষেত্রের একটিতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারেন? এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন?

- আপনার সমাজের কথা চিন্তা করুন- এমন কেউ কি আছে যাকে চারটি ক্ষেত্রের একটিতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারেন? এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন?

আপনার পরিবার, জামাত এবং সমাজকে ঈসা এই চারটি ক্ষেত্রে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন ঠিক একইভাবে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধারণা সহ ছকটি পূরন করুন।

শিক্ষকের নির্দেশনা : *অংশগ্রহণকারীদের অনেকটা সময় দিন চিন্তা করার জন্য। তাদের পক্ষে প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে ধারণা পাবার আগেই অন্য বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করার চেয়ে সময় নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ।*

যখন অংশগ্রহণকারীরা শেষ করবে, স্বেচ্ছাসেবকদের সুযোগ দিন তাদের ধারণাগুলো সবার কাছে বলার জন্য। তাদের জিজ্ঞাসা করুন ছকের মধ্যে এমন কোন ঘর ছিলো কিনা যার উদাহরণ খুজেঁ পাওয়া কঠিন মনে হয়েছিলো তাহলে তারা অন্যদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে সেই উত্তর খুজেঁ নিতে পারবে। (যদি এই ছকটি শেষ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকে তাহলে অংশগ্রহণকারীদের এটি বাড়িতে নিয়ে যেতে বলুন এবং এর উপর কাজ করতে বলুন।

বিষয়বস্তু	**ঈসার বৃদ্ধি ক্ষেত্র**			
বৃদ্ধির জন্য	**জ্ঞান**	**শারিরীক**	**রুহানিক**	**সামাজিক**
ব্যক্তিগত	এমন একটি বই বা বিষয় পড়তে চাই যেখান থেকে আমি আরও বেশী জ্ঞান অর্জন করতে পারবো।	বেশী সময় ধরে হাটবোঁ	একটি দিনের অর্ধেক সময় নিয়ে মোনাজাত করবো	আমার কোন বন্ধুকে একটি উৎসাহমূলক বার্তা পাঠাবো
পারিবারিক	দুটি ভালো বিষয় নিয়ে পরিবারের সাথে আলোচনায় সময় কাটাবো	সবার খাবার খাওয়া শেষে আমি সব বাসন ধুয়ে রাখবো	প্রাত্যহিক মোনাজাতের জন্য আমার পরিবারকে সাহায্য করবো	আমার স্বামী/স্ত্রীকে নিয়ে "ঘুরতে" যাবো (এসময় সন্তানদের সাথে নিবো না)
জামাত	প্রতি সোমবার রুহানিক ধ্যান করবো রবিরাবের প্রচারের বিষয়বস্তু নিয়ে...	জামাত ঘরের সামনে হাটাঁর রাস্তা সংস্কার করবো	প্রতিদিন পালক এবং জামাতের প্রাচীনদের জন্য মোনাজাত করবো	চা/কফি খাওয়ার জন্য চার্চের সদস্যদের আমার বাসায় আমন্ত্রন করবো
সামাজিক	সমাজের নেতার সাথে সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো	প্রতিবেশীদের বাড়ির আশেপাশে থাকা ময়লা পরিষ্কার করবো	প্রতিবেশীদের বড়দিন উদযাপনের জন্য আমার বাড়িতে আসতে বলবো	প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের সাথে ফুটবল খেলবো

উপসংহার

ছোট দলের আলোচনা (২-৩ জন)

২-৩ জনের দলে (৩ জনের বেশী নয়), এমন একটি বিষয় তুলে ধরুন যা আপনি করতে চান। একে অপরের জন্য মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্ আপনাদের সেই কাজ করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সাহায্য করেন।

অনুশীলনী ৫: আল্লাহ্‌র জামাতকে সাহায্য করতে চান

মূল বিষয়

জামাতকে আহ্বান করা হয়েছে যেন সমাজকে ভালোবাসতে পারে এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ ও দরিদ্রদের পাশে দাড়ানোর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করতে পারে।

উপকরণ

১. কাগজ- প্রতি দলের ৪ জনের জন্য দুই টুকরো কাগজ
২. শিক্ষার্থী সহায়িকা
   ক. একে অপরকে সাহায্য করা (প্রতি দলের জন্য এক কপি)

ভূমিকা

ছোট দলের আলোচনা (৪ জন)

আপনার জামাতে কি কি কার্যক্রম হয় তার একটি তালিকা তৈরী করুন (যদি প্রয়োজন মনে করেন সেই কাজগুলো আকঁতে পারেন)।

শিক্ষকের নির্দেশনা: *যখন সবার শেষ হবে, তখন সবাইকে জিজ্ঞাসা করুন যে তালিকাটি তারা করেছে সেই তালিকার সমস্ত কার্যক্রম কি যারা সবসময় জামাতে আসে তাদের জন্য নাকি যারা আসে না তাদের জন্য। এখানে প্রতি জনের জন্য কতজন আছে? এরপর দরিদ্র এবং অসহায়দের জন্য কি কি কার্যক্রম রয়েছে তারজন্য আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করুন। তাদের জন্য কতজন রয়েছে?*

বড় দলের আলোচনা

১. সমাজের লোকেরা জামাত সম্পর্কে কি মনে করে?
২. সমাজের লোকেরা জামাতের কাজ সম্পর্কে কি মনে করে?
৩. সমাজের লোকেরা ঈসায়ীদের সম্পর্কে কি মনে করে?
৪. লোকেরা কি জামাতে স্বেচ্ছায় আসে অথবা তাদের আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হয়?
৫. যদি জামাত আর তার জায়গায় না থাকে তাহলে সমাজের লোকেরা কি মনে করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?
৬. আপনার কি মনে হয় এই বিষয়টি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করবে?

ইশাইয়া ৫৮

ইশাইয়া ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি ছিলো। তারা বর্তমান জামাতের জন্য উদাহরণস্বরূপ।

ইশাইয়া ৫৮:১-১০ আয়াত পড়ুন:

- লোকেরা কি করছিলো?
- এই লোকদের কার্যক্রম দেখে আল্লাহ্‌র কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো?
- কেন আল্লাহ্ এমন প্রতিক্রিয়া করলেন?

ছোট দলের আলোচনা (৪-৫ জন)

প্রত্যেক দলকে বলুন আকাঁর বা লেখার মাধ্যমে এই আয়াতের একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করতে।
প্রত্যেক দল তাদের কথা অথবা ছবি দেখানোর পর, তাদের জিজ্ঞাসা করুন বর্তমান জামাতের জন্য এই পদে উল্লেখিত ধারণা কাজ করে কিনা।

লবণ এবং জ্যোতি

ছোট বা বড় দলের আলোচনা

মথি ৫:১৩ আয়াত পড়ুন।

- লবণ কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

- *পরিষ্কার করার কাজে, কোন জিনিসের পচন রোধ করে, স্বাদযুক্ত করে।*

- ঈসা কেন ঈসায়ীদের এই পৃথিবীর "জ্যোতি এবং আলো" বলেছেন?
    - *আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ভালো প্রভাব ফেলতে হবে। আমাদের সমাজ পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সমাজের ক্ষত রোধ করতে হবে। এর অর্থ হলো ঈসা যেভাবে আমাদের সমাজকে দেখেন ঠিক একই দৃষ্টিতে আমাদের সমাজকে দেখতে হবে, এর থেকে কম নয়।*
    - *সামান্য লবণ যেমন খাবারে পরিবর্তন আনে, তেমনি অল্প কিছু ঈসায়ীরাও সমাজের জন্য বড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে।*

মথি ৫:১৪-১৬ পড়ুন।

- আমাদের জ্যোতি কিভাবে মানুষকে দেখাতে পারি?
    - *ভালো কাজের মাধ্যমে।*
- আমাদের ভালো কাজের ফলাফল কি হয়?
    - *আমাদের বেহেস্তী পিতা প্রশংসিত হন।*

লবণ এবং জ্যোতির গল্প

বড় দলের আলোচনা

১ম গল্পটি পড়ুন- হিন্দু মহিলাদের শাড়ি

জামাতের লোকেরা নিজেদেরকে নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মনে করে। ঈসায়ী সমাজের বাইরে তারা পরিচর্যা কাজ করতে ভয় পায়। পুরো সমাজের প্রতি তাদের মসীহের ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে, এই বিষয়টি শেখার পর এক তার জামাতের ইমাম মহিলাদের পরের সপ্তাহে সমাজের প্রয়োজনগুলি খুজেঁ দেখতে উৎসাহিত করলেন।

পরের সপ্তাহে জামাতে, সেই মহিলারা জানালেন তাদের সমাজের মধ্যে বারো জন হিন্দু মহিলা আছেন যাদের পরার জন্য একটিমাত্র শাড়ি রয়েছে। এই গরম আবহাওয়ায় তাদের অবশ্যই প্রতিদিন নিজ কাপড় ধুতে হয়। যদি একজন মহিলার একটি শাড়ি থাকে, তাহলে শাড়ি ধুয়ে তাকে ঘরে বসে থাকতে হয় যতক্ষণ না রোদে তার শাড়ি শুকিয়ে যায়। এরপর ইমাম জামাতে মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যার তিনটি শাড়ি আছে এবং সেখান থেকে একটি শাড়ি এই হিন্দু মহিলাদের একজনকে দিতে পারে? অনেক মহিলাই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এর পরের সপ্তাহে জামাতের মহিলারা আবারও সেই মহিলাদের কাছে গেলেন এবং তাদের একটি করে শাড়ি দিলেন। সেই হিন্দু মহিলারা ঈসায়ী এই মহিলাদের ব্যবহারে খুবই আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলেন এবং নিজেদের জন্য তাদের কাছে মোনাজাত চেয়েছিলেন। এমনকি গর্ভবতী মহিলারাও তাদের অনাগত শিশুর জন্য জামাতের মহিলাদের কাছে মোনাজাত চেয়েছিলেন।

২য় গল্প পড়ুন- একটি সমাজের জন্য পানি

একসময় একটি এলাকায় পানির খুব স্বল্পতা দেখা দেয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জামাত যেন সমাজের পাশে দাড়াঁয় এটা জানার পর, জামাতের নেতৃত্বে পানির প্রয়োজন মেটাতে তারা নিজেরাই কি করতে পারে তা খোজঁ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এমন একটি জায়গার সন্ধান পেলো যেখানে পানিরকূপ করার জন্য বিভিন্ন জিনিস ভাড়া দেয়া হয়। প্রথমে লোকেরা এই বিষয়টি বাদ দিয়ে দেয়- তারা মনে করে পানি হয়তো অনেক গভীরে। যদি হাতে খোড়াঁ কূপ তৈরী করা সম্ভব হয়, তারা চিন্তা করে দেখলো, কেন তারা আগে কূপ খনন করেনি? তারপরও জামাতের নেতৃত্বে একবার চেষ্টা করা হল। তারা এক - এক মিটার সংযোগযোগ্য ইস্পাত সিলিন্ডার এবং উঞ্চচ ভাড়া করলো। তারা এগুলো তাদের এলাকায় নিয়ে গেল এবং জামাত ঘরের পিছনদিককার একটি জমিতে মাটি খোঁড়া শুরু করলো। যখন পয়তাল্লিশ ফুট নিচেই পানি পাওয়া গেলো, তারা প্রত্যেকে আনন্দে ফেটে পরলো।

কিন্তু, জামাতের বাইরের লোকেরা এতে সন্তুষ্ট হলো না। তারা মনে করলো জামাতের লোকেরা এই পানি তাদের ব্যবহার করতে দিবে না। কিন্তু এর পরিবর্তে, জামাত পুরো সমাজের লোকদের এই রহমতের কূপের পানি ব্যবহার করার জন্য আসতে বললেন। এরপর, আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জামাতের নেতাবর্গের কাছে অনুরোধ আসতে শুরু করলো যেন তাদের কূপ খনন করার জন্য সাহায্য করা হয়। জামাতে ইতিবাচক সাড়া দিলো। একবছরের একটু বেশী সময়ের মধ্যে, পনেরটি হাতে খোড়াঁ পানির কূপ তৈরী করা হলো- এরমধ্যে একটি আশি ফুট গভীর।

জামাতের বাইরের লোকেরা জামাতের লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা দেখে অবাক হলো এমনকি তাদের আল্লাহ্‌র ভালোবাসার কথা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পর জামাত ঘর ভরে গেলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে এবং তার লোকদের যারা তাদের পানি দিয়ে সাহায্য করলো তাদের সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ বোধ করলো।

বড় দলের আলোচনা

- এই জামাতগুলো কি করেছে?
- তারা কি অনেক ধনী জামাত ছিলো?
- তারা কি কি উপকরণ ব্যবহার করেছে?
- কেন তারা এই কাজগুলো করেছে?
- তাদের এই কাজের প্রতিফলন কি এসেছে?

ভেড়া এবং ছাগল- ২৫:৩১-৪৬

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের বলুন এখানে দৈহিক বিষয়ের ক্ষেত্রে জোড় দেয়া হয়েছে। ঈসা বলেননি, "আমি ক্ষুর্ধাত ছিলাম তুমি আমাকে ট্র্যাক্ট (ছোট বই) দিয়েছ" অথবা "আমি হাসপাতালে ছিলাম এবং তুমি আমার জন্য প্রচারের রেকর্ড পাঠিয়েছিলে।" এগুলো শারিরীক অসুস্থতার জন্য একটি সমাধান।*

মথি ২৫:৩১-৪৬ পড়ুন।

১. মেষ এবং ছাগলের মধ্যে পার্থক্য কি?
২. একটি মেষ কি কি কাজ করে? তারা রুহানিক কোন বিষয় না শারিরীক?
৩. যীশু যে কাজের কথা বলেছেন আপনার জামাত এই সমস্ত কাজ কখন করে?
৪. যদি আপনার জামাতের লোকেরা এই সকল কাজ করে তাহলে তার প্রভাব কি হতে পারে?
    - *জামাতের প্রতি অন্য লোকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হবে।*
    - *উন্নয়নমূলক জীবন যাপন করবে।*
    - *আল্লাহ্‌র বিষয়ে শেখার জন্য তাদের হৃদয় খুলে দিবে।*

অন্যদের সাহায্য করার উপায়

ছোট দলের আলোচনা

ক্ষুধা, পিপাসা, বস্ত্রহীনতা, আশ্রয়হীন, অসুস্থতা, কারাবদ্ধতা- এই সকল ক্ষেত্রে জামাত কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা সকলতে চিন্তা করতে বলুন। সাহায্যের তালিকা ব্যবহার করুন এবং একসাথে পূরণ করার চেষ্টা করুন (**শিক্ষার্থী সহায়িকা**).

অনুশীলনী ৬: কোন কোন প্রয়োজন পূরণে আমরা সাহায্য করতে পারি

মূল বিষয়

আল্লাহ্ চান যেন আমরা আমাদের সমাজের সকল সমস্যার দিকে লক্ষ রাখি। আমাদের সমাজের জন্য তাঁর মঙ্গল চিন্তা রয়েছে।

উপকরণ

১. শিক্ষার্থী সহায়িকা:
   - ক. ইমাম ওয়াঙ (প্রতি দলের জন্য এক কপি)
   - খ. যোশী ও মারিয়ার কেস স্টাডি (প্রতি দলের জন্য এক কপি)

ইমাম ওয়াঙের দর্শন

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা: *ক্লাশের সকলের উদ্দেশ্যে বলুন আপনি তাদের একটি গল্প বলতে যাচ্ছেন। গল্প শোনার পর, নিচের যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তার উত্তর আমাদের শুনতে হবে।*

- ইমাম ওয়াঙের এলাকায় অথবা সমাজে কি কি সমস্যা খুজেঁ পাওয়া গেছে?
- সেই এলাকার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কি ছিলো? প্রত্যেকটি সমস্যা আবার দেখুন এবং ঈসা কি কি সমাধান দিয়েছেন সেগুলো খেয়াল করে দেখুন।
- ঈসা ঈমাম ওয়াঙকে কি কি করতে বলেছিলেন?

ইমাম ওয়াঙের গল্প পড়ুন। (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

একটি বড় শহরে খুব দরিদ্র, বস্তিতে একসময় একজন ঈসায়ী ইমাম ছিলেন। তার নাম ছিলো ওয়াঙ। ওয়াঙ সেই সমাজের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করলেন কারণ তিনি মনে করতেন আল্লাহ্ তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সেখানকার জামাতটি খুব ছোট ছিলো- মাত্র ৪০ জন মানুষ আসতো। এদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাই বেশী ছিলো। ওয়াঙ দুটি কাজ করতেন। প্রথমত তিনি তার ছোট মন্ডলীর জন্য যথাসাধ্য কাজ করতেন, এবং দ্বিতীয়ত তার স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানদের ভরনপোষনের জন্য একটি চাকরি করতেন।

একদিন, প্রতিদিনকার অভ্যাসবশত, আল্লাহ্‌র সাথে একান্ত সময় কাটানোর জন্য তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি ভালো পোশাক পরলেন, এবং নীরবে পর্দা সরিয়ে চলে গেলেন কারণ এই পর্দাটি তার একরুমের ঘরকে দুইভাগে ভাগ করে এবং এর একটি অংশে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ঘুমায়। তিনি তার কেরোসিনের বাতিটি জ্বালালেন। এরপর তিনি তার কিতাব থেকে পড়তে শুরু করলেন। সেইদিন সকালে, তিনি ইশাইয়া পুস্তক পাঠ করছিলেন, রুকু ৫৮, এবং পাঠ করার সময় আল্লাহ্ যে ধরণের প্রশংসা চান তা না পাবার কান্না ওয়াঙ শুনতে পেলেন:

আমার মনোনীত রোজা কি এই নয়: দুষ্টতার গাঁট সকল খুলিয়া দেয়া এবং জোয়ালির খিল সকল মুক্ত করা এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়া? ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বন্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা কি নয়?

ওয়াং আর পড়তে পারলেন না। তার হৃদয় বিবেকের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। যদি আল্লাহ্ নিজে দরিদ্রদের এত যত্ন নিতে পারেন, তাহলে কেন ওয়াং নিজে দারিদ্রতা ও কষ্টের মাঝে রয়েছেন যা তার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে দিচ্ছে? ওয়াং জানতেন তার সমাজের লোকেরা বেচেঁ থাকার জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করছে। তারা সত্যিই দলিত বা নিপীড়িত ছিলো। ওয়াং নিজেই তার পরিবারের খাবার যোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যান এবং প্রায়ই তিনি তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে পারেন না। তিনি চিন্তা করেন, " আল্লাহ্ কোথায়? কিভাবে কিতাবের এই আয়াত সমাজের প্রয়োজনের সাথে খাপ খায়?"

যখন ওয়াঙ নিজের মনের সাথে এই সমস্ত বিষয় যুদ্ধ করছিলেন, সেই সময় তার দরজায় খুব আস্তে কেউ টোকা দিলো। ওয়াঙ মনে মনে চিন্তা করলেন, "এত সকালে কে আসতে পারে, আমার কাছে?" ভাবতে ভাবতে তিনি দরজার কাছে গেলেন। "আপনি কে?" দরজার ওপাশে যিনি ছিলেন তিনি বললেন, "ওয়াঙ, আমি ঈসা।" ওয়াঙ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কে?" সেই কণ্ঠস্বর আবারও উত্তর দিলো, "আমি ঈসা, ওয়াঙ।" ওয়াঙ আবারও বললো, "কে তুমি, সত্যি করে বলো?" দরজার ওপাশে তিনি আবার বললেন, "ওয়াঙ, আমি ঈসা, আমি এসেছি কারণ আমি তোমার হৃদয়ের কান্না শুনতে পেয়েছি। আমি চাই তুমি আমাকে দেখাও কোন কোন বিষয়ে তুমি কষ্ট পাচ্ছ।"

ওয়াঙের কাছে মনে হলো এই কণ্ঠস্বর সত্যি। ওয়াঙ সর্তকতার সাথে দরজার হুক খুললেন। বাইরে তখনও অন্ধকার ছিলো এবং ওয়াঙ ছায়া ছাড়া কিছু দেখতে পারছিলেন না, কিন্তু সে কল্পনায় ঈসাকে যেভাবে দেখত ঠিক একইভাবে ঈসা তার সামনে দাড়িয়ে আছেন। ওয়াঙ তাঁকে দেখে বললেন, "প্রভু, ভিতরে আসুন।" "না ওয়াঙ, আমি চাই তোমার সমাজের কোন কোন বিষয় তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো তুমি আমাকে দেখাও।" ওয়াঙ অবাক হলেও, রাজি হলেন, এবং ঈসাকে সর্তক করলেন, "আমাদের খুব খেয়াল করে হাটঁতে হবে-কারণ খুব জোড়ে বৃষ্টি হয়েছে, আর চারপাশে অনেক আর্বজনা, এবং আমাদের যথেষ্ট পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই।"

যখন তারা বস্তির রাস্তা ধরে হাঁটঁছিলেন, ওয়াঙ পিছনে ফেলে আসা প্রতিটি ঘরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ঐখানে যে ঘরটি সেখানে এক মহিলা নিজের সন্তানদের ভরণপোষনের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। তারপরেই যে ঘরটা রয়েছে, সেখানে স্বামী মদ্যপ অবস্থায় তার স্ত্রীকে মারধর করে-প্রায়ই সে তাকে মারে। ঐ আরেক পাশের ঘরে এই বস্তির নেতা থাকেন, তিনি একজন দুর্নীতিবাজ লোক বস্তির বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য টাকা নিয়ে-সেই টাকা দিয়ে মদ কিনেছে।
এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজন বস্তির মাঝে একটি ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করলেন। এই জায়গাটি মূলত বস্তির জনগণণের ব্যবহার করার কথা ছিলো, কিন্তু সেখানে দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা ও বিষাক্ত ইদুঁর বাস করে। পাহাড়ের কিনারায় একটি ঘর দেখিয়ে ওয়াঙ ঈসাকে বললেন, "ওই ঘরটা দেখেছেন?" "একজন মহিলা তার চার সন্তান নিয়ে এই ঘরে থাকে। ঘরের ছাদের বিভিন্ন জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। তারা অনেক গরীব। তাদের পরার মত কাপড় বা খাবার খুব কম এবং তারা প্রায়ই অসুস্থ থাকে।" কথা বলতে বলতে তারা প্রায় পাহাড়ের কিনারায় এসে দাড়িয়েছে যার উপরে বস্তিটি গঠিত। এরপর ওয়াঙ দুরে একটি জায়গা ঈসাক দেখালেন। "দেখুন প্রভু- পাহাড়ের নিচে ঐ জায়গা থেকে সেই মহিলা ও সন্তানেরা পানি সংগ্রহ করে। এছাড়া এই এলাকায় আর কোথাও পানি নেই।"
ওয়াঙ এবার অন্যদিকে ফিরে তাকাতে যাবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ খুব নিচু স্বরে কান্নার আওয়াজ পেলেন। তিনি শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন। তিনি ঈসা-ঈসা কাদঁছিলেন! ওয়াঙ দেখলেন, যে বিষয়টি আজকে তার হৃদয়কে ভেঙ্গে দিচ্ছে ঠিক একই বিষয় আজকে যীশুর হৃদয়কেও ভেঙ্গে দিচ্ছে। ওয়াঙ ঈসার সাথে কথা বলতে যাবেন, ঠিক সেই মুহুর্তে ঈসা তার কাছে এলেন এবং ওয়াঙের কাধে হাত রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওয়াঙ, তোমার বস্তির জন্য আমার উদ্দেশ্য কি তা আমি তোমাকে দেখাতে চাই।"
হঠাৎ করে ওয়াঙ নিজেকে বস্তির মধ্যে আবিষ্কার করলেন। ঈসা কথা বলা শুরু করলেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন ঈসা মুখে যা বলছেন - সেগুলো তার চোখের সামনে ঘটছে! ঈসা ওয়াঙের মন্ডলীর লোকদের কথা বলা শুরু করলেন- যারা অনেক গরীব- তিনি বললেন প্রতিবেসীদের যার যা আছে সে যেন সেটা দিয়ে গরীবদের সাহায্য করে। প্রতিদিন প্রত্যেকে একমুঠো চাল নিবে এবং সেটা একটি পাত্রে সংগ্রহ করবে। এরপর প্রতি সপ্তাহের শেষে, সেই পাত্র নিয়ে তারা জামাতে আসবে এবং ঈসার নামে বস্তির অন্য দরিদ্র লোকদের মাঝে সেই চাল ভাগ করে দিবে। ঠিক একইভাবে তারা সাবান সংগ্রহ করতে পারে। জামাতের মহিলারা বস্তির বিধবাদের কাছে যাবে এবং "সাহায্য" করবে- তাদের কাপড় ধুয়ে, রান্না করে, এবং তাদের অসুস্থ সন্তানদের যত্ন নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য করবে।
একইসাথে ঈসা লোকদের কাজে নিয়োগের বিষয়ে বললেন, আর ওয়াঙ দেখতে পেলো বস্তির সকলে কাজ করছে। হয়তো অনেক বেশী বেতনের চাকরি না, কিন্তু সেই কাজে মর্যাদা আছে এবং প্রত্যেকের বেতনের মাধ্যমে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারে। এরপর ঈসা ঘর তৈরীর কথা বললেন, এবং ওয়াঙ চোখের সামনে শীত ও বৃষ্টির মধ্যেও সুন্দর ঘর দেখতে পেলেন। ঘরগুলো বিলাসবহুল নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি ঘর পরিষ্কার ও নিরাপদ। ঈসা খাবার পানির কথা বললেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন বস্তির বিশেষ স্থানগুলো পানির পাইপ দেয়া হয়েছে যেখান থেকে মহিলা ও শিশুরা পানি সংগ্রহ করতে পারে। ঈসা পয়ঃনিষ্কাশনের কথা বললেন, এবং সাথে সাথে ওয়াঙ দেখলেন বস্তির ভিতরে শৌচাগার রয়েছে- হয়তো সবার ঘরে ঘরে নয় কিন্তু সকলের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। বস্তির মাঝখানে যে ময়লার ভাগাড় ছিলো সেটাও এখন আর নেই। এর পরিবর্তে, সেখানে ছোট ছোট গাছ রয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েরা হাসছে ও খেলছে, অনেকে ফুটবল খেলছে। ঈসা এরপর জীবন পরিবতর্নের কথা বললেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন যে মহিলা জীবিকার জন্য নিজের দেহ বিক্রি করতো সে এখন সম্মানের সাথে একটি চাকরি করছে এবং ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন পূরণ করছে। যে সবসময় মদ খেত সে এখন একজন ভালো স্বামী ও বাবা হয়ে উঠেছে। বস্তির নেতা এখন আর অসৎভাবে টাকা নেন না বরং তিনি এখন বস্তির কাজের জন্য টাকা ব্যয় করেন। এরপর ঈসা বললেন, "ওয়াঙ জামাতের দিকে তাকাও!" ওয়াঙ তাকালেন। তিনি দেখলেন জামাতঘর ভরে গেছে।জামাতে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও এসেছে! প্রত্যেকে অনেক খুশি। তারা একসাথে প্রভুর রহমতের জন্য প্রশংসা গান করছে। ওয়াঙ দেখতে পেলেন তিনি জামাতে প্রচার, শিক্ষাদান করছেন এবং লোকদের পাক-রুহ বিষয়ে বলছেন ও ভালোবাসায় বাধ্য থাকার কথা বলছেন। ঈসা বললেন, "ওয়াঙ, তুমি এতসময় চোখের সামনে যা দেখতে পেলে, এটাই হলো তোমার বস্তির জন্য আমার দর্শন। আমি চাই তুমি লোকদের কাছে এই দর্শন বলবে এবং সেইভাবে তাদের পরিচালনা করবে।
একথা শুনে ওয়াঙ বললেন, "কিন্তু প্রভু, আমরা তো অনেক দরিদ্র!" "ওয়াঙ" ঈসা খুব শান্ত স্বরে বললেন, "কে লোহিত সাগরের মাঝ দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে পার করেছেন? কে পাচঁ হাজার পুরুষ ও সেই সাথে মহিলা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে পাচঁটি রুটি ও দুটি মাছ ভাগ করে দিয়েছেন? সারিফতের বিধবার ঘরে তিন বছরের দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিদিন ময়দা ও তেল কে দিয়েছেন? গালীল সাগর কে শান্ত করেছিলেন? "প্রভু এই সব আপনি করেছেন" ওয়াঙ উত্তর দিলেন। "সুতরাং, ওয়াঙ, আমি তোমাকে যা বলেছি সেই সকল কথার বাধ্য তুমি হও। তোমার যা আছে হোক সে অল্প অন্যদের মাঝে ভাগ করে দাও। লোকদের শারিরীক এবং রুহারিক উভয়ের - জন্য আমার যে মহৎ উদ্দেশ্য তা সকলের মাঝে বলো। আমি তোমাদের দেশ আরোগ্য করবো!"

ওয়াঙ হঠাৎ একটি মোরগের ডাক শুনতে পেলেন। ঘরের পর্দার অন্যপাশে ওয়াঙের স্ত্রী কেশে উঠলেন। ওয়াঙ বুঝতে পারলেন যে তিনি ঘরের টেবিলের উপর বসে আছেন, কিন্তু তার বাতির আলো নিভে গেছে। ঘরের বাইরে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ওয়াঙ ঈসাকে খুজঁতে লাগলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এটা কি তাহলে স্বপ্ন ছিলো? আমি কি তাহলে কোন দর্শন দেখলাম?" ওয়াঙ বুঝতে না পারলেও, এখন তিনি জানেন তিনি ঈসাকে দেখেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সেটাও বুঝতে পেরেছেন...সেই সাথে কিভাবে তিনি সকলকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে আসবেন সেই বিষয়েও তিনি দর্শন লাভ করেছেন।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা : *গল্পের উপরের প্রশ্নগুলো আবার বলুন এবং ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণকারীদের সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলুন সময় শেষ হলে তাদের উত্তরগুলো জেনে নিন।*

পুনরায় দেখা

ইমাম ওয়াঙের গল্প থেকে এবং যে প্রশ্নগুলো ছিলো সেটা থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করেছেন?

- *ওয়াঙের সমাজ এবং সমাজের লোকদের শারীরিক ও রুহানিক বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো।*
- *ঈসা ওয়াঙকে বলেছিলেন তার উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার কথা তার সমাজের কাছে বলতে।*
- *গরীব অথবা অসহায়ত্ব আল্লাহ্‌র কাছে কোন বিষয় নয়। আমাদের শুধু তাঁর বাধ্য হতে হবে।*
- *যখন আমরা আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করি ও তাঁর পথে চলি তখন তিনি আমাদের দেশকে আরোগ্য করেন।*

যোশী ও মারিয়ার কেস স্টাডি

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা : *যোশী এবং মারিয়ার কেস স্টাডির একটি কপি* ***শিক্ষার্থী সহায়িকা*** *থেকে প্রত্যেক দলে দিন। (প্রত্যেক প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ইটালিক ভাবে [বাকা করে লেখা] আছে। মনে রাখবেন, এগুলোই একমাত্র উত্তর নয়, আরও ভালো উত্তর রয়েছে।)*

মনে করুন যোশী এবং মারিয়ার সমাজ আজকে আপনার সমাজ।

যোশী ও মারিয়ার ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে; বলতে গেলে কোন কিছুই বাদ নেই। গতকালকেও, তারা-তাদের সাথে তাদের পাচঁ সন্তানসহ-অন্য আত্মীয়দের সাথে একসাথে ছিলো। সেখানে, আগে থেকেই ১০ জন মানুষ সেই ছোট ঘরে বাস করছে, তাই সেখানে আরও সাতজন লোকের জন্য জায়গা ছিলো না। যোশী একজন কৃষক এবং সে ইতিমধ্যে তার ছোট জমিতে বীজবপণ করেছে, কিন্তু তার ফসল পেতে এখনও তিন মাস বাকি। তিনি জমিতে বীজ দেয়ার জন্য সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেছেন এবং তার হাতে যা ছিলো তা আগুনে পুড়ে গেছে।

এখন এই পরিবারের কি কি প্রয়োজন হতে পারে?

- *খাবার*
- *আশ্রয়*
- *বস্ত্র*
- *রান্না করার জিনিস*
- *তাদের ঘর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থায়ী থাকার জায়গা*

একটি সমাজে কি কি জিনিস বা বিষয় পাওয়া যেতে পারে যা এমন সময় গুলোতে সাহায্য করে?

- *মানুষ*
    - *সাহায্যকারী প্রয়োজন যারা তাদের ঘর নতুন করে তৈরীতে সাহায্য করবে*
    - *এমন কিছু মানুষ যারা সাহায্যকারীদের জন্য খাবার তৈরী করে দিবে*
    - *এমন কিছু মানুষ যারা তাদের সন্তানদের দেখে রাখবে*

- *এমন কিছু মানুষ যারা তাদের সান্ত্বনা ও সাহায্য করবে*
- *সাহায্যকারী প্রয়োজন যারা পুড়ে যাওয়া জায়গাটি পরিষ্কার করবে*
- *সরকারী কর্মকর্তারা যারা জরুরী সহায়তা সরবরাহ করতে পারেন*

- *উপকরণ*
  - *যদি কারো অতিরিক্ত খাবার পাত্র থাকে*
  - *খাবার*
  - *কাপড়*
  - *কম্বল*
- *সুযোগ-সুবিধা*
  - *কোন স্থানে থাকার জায়গা*

আমাদের সমাজ

ছোট দলের আলোচনা

যদি সম্ভব হয়, অংশগ্রহণকারীদের সকলকে বলবেন তাদের এলাকার মধ্যে ১০-২০ মিনিট হাটঁতে এবং মূল সমস্যাগুলো খুজেঁ বের করতে। এরপর তারা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে:

১. আপনার এলাকায় বা সমাজে কি কি সমস্যা রয়েছে?
২. এই সমস্যা সমাধানে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বা ইচ্ছা কি হতে পারে?

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা: *বীজ ভোটের আয়োজন করুন যার মাধ্যমে দলের সকলের আলোচনা থেকে তিনটি মূল সমস্যা উঠে আসবে।*

বীজ ভোটের নির্দেশনা:

প্রতেক্যকে দশটি "বীজ বা আটিঁ" দিন (যেকোন ছোট জিনিস দিয়েও বীজের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন যেমন: টুথপিক, পাতা, পাথর, ইত্যাদি) এবং অংশগ্রহণকারীদের বলুন সমস্ত সমস্যাগুলো একজায়গায় করতে, যে সমস্যাগুলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে সবাই সেখানে বেশী বীজ রাখবে। প্রত্যেক সমস্যার সাথে রাখা বীজগুলো গুনতে শুরু করুন- যে সমস্যার জায়গায় বেশী বীজ থাকবে সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এরপর যেটাতে বেশী থাকবে সেটা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এরপরে যেটাতে বেশী থাকবে সেটা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহ্ জামাতকে এখন কি করতে বলবেন?

প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন, সমস্যাগুলো বোঝার ও খোজাঁর চেষ্টা করুন, এরপর সমাজের বা এলাকার সকলের সাথে কথা বলুন কিভাবে এই সমস্যা সমাধানে তারা সাহায্য করতে পারে। এই সমস্যা সমাধানে কতজন লোক, উপকরণ, ফান্ড, এবং সুযোগসুবিধা প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়েও আলোচান করুন।

যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে একসাথে মোনাজাত করুন।

অনুশীলনী ৭: বেহেস্তীরাজ্যের হিসাব

মূল বিষয়

এমনকি যারা অনেক গরীব তারাও দান করতে পারে। যখন তারা দান করে, তখন তারা দেখতে পায় কিভাবে আল্লাহ্ তাদের দ্বিগুণ রহমত করে।

উপকরণ

১. ভিজ্যুয়াল এইড্স
   ক. সেট ১- যিশাইয় ৪০:২৯ (৫ পৃষ্ঠা/১টি সেট)
   খ. সেট ২- পাচঁটি রুটি, দুটি মাছ (একটি দলের জন্য একটি খাম)
   গ. সেট ৩- এলিয় এবং বিধবা মহিলা (একটি দলের জন্য একটি খাম)
   ঘ. সেট ৪- বিধবা এবং দুটি সিকি (একটি দলের জন্য একটি খাম)
   ঙ. সেট ৫- তালন্তের দৃষ্টান্ত (একটি দলের জন্য একটি খাম)

শিক্ষকের নির্দেশনা : *এই অধ্যায়ে, আপনাকে পাচঁটি কিতাবের গল্প বলতে হবে এবং তারপর অংশগ্রহণকারীদের ভিজ্যুয়াল এইডস দেখে তাদের এই গল্প অনুসারে "অংক" করতে হবে। যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ অংকে দুর্বল থাকে তাহলে শুধু তাদের জন্য কার্ড ব্যবহার করতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন আগে কেমন ছিলো ও পরে কি হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের ছবিগুলো দুটি ভাগে ভাগ করতে বলুন- আগের ছবি ও পরের ছবি। তাদের জিজ্ঞাসা করুন, "এই দুই সারির মধ্যে পার্থক্য কি? কিভাবে লোকেরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারিতে যেতে পারবে?" উত্তর হলো আল্লাহ্। নিশ্চিত করুন একমাত্র আল্লাহের দ্বারাই এই বিষয়টি করা সম্ভব।*

ভূমিকা: ইশাইয়া ৪০:২৯

আপনি কি একবারও লক্ষ্য করে দেখেছেন বাইবেলের মধ্যে অংক রয়েছে? এই অধ্যায়ে, আমরা এমন কিছু হিসাব বা অংক দেখবো যা বাইবেলে পাওয়া গিয়েছে।

বড় দলের আলোচনা

ইশাইয়া ৪০:২৯ আয়াত পড়ুন। এই পদটি এই অধ্যায়ের মূল আয়াত সেটা সকলের উদ্দেশ্যে বলুন।

- কে সবল? কে দুর্বল?
- আল্লাহ্ আমাদের জন্য কি করেন?
- আমরা কি এই পদকে অংকের হিসাবে ফেলতে পারি? চলুন চেষ্টা করি...

শিক্ষকের নির্দেশনা : *যদি আপনার অংশগ্রহণকারী অনেক বেশী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে থেকে পাচঁ জনকে সামনে ডাকুন এবং প্রত্যেককে একটি করে শব্দ অথবা অংকের চিহ্ন দিন (**ভিজ্যুয়াল এইডস:** কার্ড সেট ১)। যদি অংশগ্রহনকারী অল্প হয়, তাহলে সব কার্ড মেঝেতে রাখুন এবং সবাইকে একসাথে হিসাব করতে বলুন ও সঠিক অংক বসাতে বলুন।*

আমাদের দুর্বলতা x ঈশ্বর= শক্তি

- আমরা এই পদ থেকে কি শিখলাম- এই "হিসাব" আমাদের কি বলে?
  - *একমাত্র আল্লাহ্ যিনি সবকিছু বৃদ্ধি দেন অথবা দ্বিগুণ করেন।*
  - *আমাদের দুর্বলতা নয়, বরং আল্লাহ্র শক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।*

"একটি বালক ও তার খাবার": ইউহোন্না ৬:১-১৪

শিক্ষকের নির্দেশনা : *এই অধ্যায়ের সবগুলো গল্প বলার সময়, একটু সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করার প্রস্তুতি নিন।*

একদা একটি ছোট ছেলে ছিলো। একদিন সে শুনলো গালীল সাগরের কাছে একজন মহান ব্যক্তি আসবেন আর তাই সে তার কথা শোনার জন্য যেতে চাইলো। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু তার মা তাকে যেতে নিষেধ করলো। তাদের বাড়ি থেকে এটা অনেক দুরের পথ, আর দুপুরের খাবার এরই মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ছোট ছেলেটি বার বার তার মায়ের কাছে অনুরোধ করতে লাগলে, অবশেষে তার মা রাজি হলো। মা ছেলের জন্য একটি রুমালে করে কিছু খাবার দিয়ে দিলো এবং ছেলেটি সেটা নিয়ে রওনা হলো।

যখন ছেলেটি তার গন্তব্যে পৌছালঁ, সে দেখতে পেল এরই মধ্যে সেখানে অনেক লোক পৌছেঁ গিয়েছে। যে কোন যুবক ছেলের মত, সেও ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেলো। অবশেষে, সে এমন একটি জায়গা খুজেঁ পেল যেখান থেকে সে শিক্ষক এবং তার শিষ্যদের কথা ভালোভাবে শুনতে পারবে। শিক্ষক যেভাবে কথা বলছিলেন এবং যে কথা বলছিলেন সে কোনভাবেই সেগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কথা শুনতে শুনতে সে তার দুপুরের খাবার কথা একেবারেই ভুলে গেলো।

অবশেষে, ক্ষুধার জন্য তার পেটে ব্যথা শুরু হলো এবং তার মনে পরলো তার মা তার জন্য খাবার দিয়ে দিয়েছেন। সে ধীরে ধীরে তার রুমালটি হাতে নিলো যেন শিক্ষকের নজরে না পরে।

হঠাৎ করে, শিক্ষক কথা বন্ধ করলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বললেন লোকদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। বালকটি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেখানে ৫০০০ পুরুষ ছাড়াও মহিলা এবং তাদের সন্তানেরা রয়েছে। "কিভাবে সম্ভব", সে বিস্মিত হলো, "কিভাবে তারা এতো লোকের খাবার দিবে?" ঠিক যেভাবে সে অবাক হয়েছিলো, একইভাবে শিষ্যরাও অবাক হয়েছিলো, এবং তাদের মধ্যে একজন বলেই ফেললো এ লোকের খাবার কেনার টাকা তারা কোথায় পাবে। সবাইকে এক কামড় খাবার খাওয়াতে হলেও অর্ধেক বছরের মজুরী প্রয়োজন হবে।

তখন শিক্ষক তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে কি আছে?" বালকটি তার খাবার আড়াল করার চেষ্টা করলো কিন্তু ইতিমধ্যে সে দেরী করে ফেলেছে। একজন শিষ্য, যার নাম আন্দ্রিয়, তাকে দেখে ফেললো। "গুরু," সে বললো, "এই ছেলেটির কাছে ১,২,৩,৪,৫ টি রুটি এবং ২টি মাছ আছে।" শিক্ষক তাকে বললেন, "এগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।"

আপনারা কি ধারণা করতে পারবেন তারপরে কি হয়েছিলো?

আন্দ্রিয় সেই ছোট বালকটিকে বলেছিলো, "শিক্ষক তোমার খাবার চান।" বালকটি তার খাবার আন্দ্রিয়কে দিতে রাজি হয়েছিলো, কারণ সে তার খাবার নিয়ে শিক্ষককে দিবে।

শিক্ষক বালকটির খাবার হাতে নিয়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন, এবং সকলের মধ্যে সেই খাবার ভাগ করে দিলেন। বালকটি হতভবের মত তাকিয়ে দেখতে লাগলো কিভাবে শিষ্যরা লোকদের মাঝে খাবার বিলি করছে। প্রত্যেকে তাদের পেট না ভরা পর্যন্ত খাবার খেলো। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো এখনো সেখানে ১২ ডালা খাবার অতিরিক্ত রয়েছে।

এখন এই ঘটনাটি সে তার মাকে বলার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলো না। সে দৌড়ে গিয়ে তার মাকে অনেক আনন্দের সাথে জানালো যে সে তার খাবার থেকে ৫০০০ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের দিয়েছে! মা তার দিকে ফিরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা, তোমাকে কতদিন নিষেধ করেছি এমন বানানো গল্প না বলতে?"

- আমরা কিভাবে এই গল্পটিকে অংকের হিসাবে ফেলতে পারি?

ছোট দলের আলোচনা (৩-৪ জনের দল)

শিক্ষকের নির্দেশনা : *প্রত্যেক দলে একটি করে খাম দিন যেখানে "বালক এবং তার খাবার" এর কেটে রাখা কাগজ রয়েছে(* ***ভিজ্যুয়াল এইডস*** *কার্ড সেট ২)। অথবা বড় করে একটি চিহ্ন আকুঁন যেটা দেখে সবাই মিলে একসাথে এই অংকটি করতে পারে। সঠিক উত্তর খুজেঁ পাবার জন্য তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। যখন তারা একসাথে এই অংক করতে পারবে, তখন এর পরের গুলো ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা করতে পারবে।*

উত্তর: "বালক+৫টি রুটি+ ২টি মাছxআল্লাহ্ = ৫০০০ পুরুষ+ মহিলা এবং তাদের সন্তানদের খাবার+ ১২ ঝুড়ি খাবার"

এই হলো বেহেস্তীরাজ্যের হিসাব!

বড় দলের আলোচনা

- ঈসার কি সেই বালকটির খাবার নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিলো? অন্য কোনভাবে কি যীশু এই লোকদের খাওয়াতে পারতেন না?
- কেন ঈসা সেই বালকটির খাবার নিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করতে করতে, আমরা বেহেস্তীরাজ্যের হিসাবের বিষয়ে আরও কিছু গল্প দেখতে চাই।

"বিধবা এবং তার শেষ খাবার" ১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:৭-১৬, ১৮:১

ইস্রায়েলের ইতিহাসে এটি একটি কঠিন সময়। পুরো দেশ সাড়ে তিন বছর যাবৎ দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছে। অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। এমনকি ইলিয়াস, আল্লাহ্‌র ভাববাদী, সেও কষ্ট পাচ্ছিল।

কিন্তু আল্লাহ্ একজন বিধবাকে ব্যবহার করলেন ইলিয়াসের যত্ন নিতে। একদিন ইলিয়াস শহরের রাস্তা দিয়ে হাটঁছিলেন, একসময় তিনি দেখলেন একজন মহিলা শুকনো ডাল তুলছে এবং আল্লাহ্ ইলিয়াসকে সেই মহিলার কাছে যেতে বললেন এবং তার কাছে "একটি পাত্রে একটু পানি" চাইতে বললেন। মহিলা তাকে পানি দেয়ার জন্য রাজী হলেন, কিন্তু সে পানি দেয়ার পূর্বে, সেই মহিলা ও তার ছেলের খাবার থেকে একটি রুটি এলীয় দিতে বললেন।

মহিলা বললো, "জীবন্ত আল্লাহ্‌র দিব্য, আমাদের কাছে মাত্র একবেলার আছে, আমার এবং আমার ছেলের জন্য, এবং এরপর আমরা না খেয়ে মারা যাবো।" তার কথা শোনার পর ইলিয়াস উত্তর দিলেন, "ভয় পাবেন না, কারণ আল্লাহ্ যোগাইবেন।"

বিধাব মহিলা তার অল্প আটা ও তেল দিয়ে এলীয়কে রুটি বানিয়ে দিলেন। যদিও সে তার সমস্ত আটা ও তেল দিয়ে ইলিয়াসকে রুটি বানিয়ে দিলেন, কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখলেন পাত্রের মধ্যে আরও আটা ও তেল রয়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। সেই মহিলা ইলিয়াসকে বললেন, "আমার যা ছিলো আমি তাই ব্যবহার করেছি এবং সেটা আবার ফিরে এসেছে। প্রভুর গৌরব হোক!"

কিতাব আমাদের বলে আল্লাহ্ শুধু ইলিয়াসেয়ের জন্য না, বিধাব মহিলা, এবং তার পুরো পরিবারের জন্য সেই সময় থেকে পরের তিন বছর পর্যন্ত খাবার যোগান দিয়েছেন। এটি একটি আর্শ্চয ঘটনা!

- আমরা কিভাবে এই গল্পটিকে অংকের হিসাবে ফেলতে পারি?

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা : *খামগুলো প্রত্যেক দলে ভাগ করে দিন (**ভিজ্যুয়াল এইডস** কার্ড সেট ৩) এবং প্রত্যেক দলকে একটি অংকের হিসাব বের করতে বলুন।*

- *বিধবা*
- *১টি রুটি*
- *৩ বছরের জন্য তিন জনের খাবার*

উত্তর: " বিধবা+১টি রুটি xআল্লাহ্= বিধবা, বালক এবং ইলিয়াসx৩৬৫ দিনx৩ বছর=৩২৮৫টি রুটি"

এই হলো বেহেস্তীরাজ্যের হিসাব!

বড় দলের আলোচনা

- সেই মহিলা কি দরিদ্র ছিলো?
- আল্লাহ্ কি অন্যভাবে খাওয়াতে পারতেন না?
- কেন আল্লাহ্ এলীয়কে সেই দরিদ্র বিধবার কাছে পাঠালেন এবং খাবার চাইতে বললেন?

- কেন আল্লাহ্ সেই বালকের একমাত্র খাবার রুটি এবং মাছ চাইলেন?
- আল্লাহ্‌র কি দরিদ্র এবং বিধবাদের জন্য ভালোবাসার হৃদয় রয়েছে?

"বিধবা এবং তার দুটি সিকি": মার্ক ১২:৪১-৪৪

একদিন ঈসা জামাতের দানের ঝুড়ির কাছে বসে ছিলেন, তিনি দেখলেন যখন ধনীরা দান দেয় তারা অন্যদের দৃষ্টি আর্কষন করার চেষ্ট করে। একজন দরিদ্র মহিলা যার মাত্র দুটি সিকি রয়েছে। যেহেতু এটা তার সম্বল, তাই সে লজ্জাবোধ করলো এবং সে চেষ্টা করলো যেন অন্যরা সেটা দেখতে না পায়, তাই সে নিঃশব্দে তার দান দিলো, যেন মনে হলো খুব গোপনে। এটা দেখে ঈসা তার উম্মতদের জড়ো করলেন এবং তাদের বললেন, "এই মহিলা অন্য সকলের চেয়ে সবচেয়ে বেশী দিয়েছে।"

বড় দলের আলোচনা

- ঈসা এখানে কি বোঝাতে চেয়েছেন? কিভাবে সেই মহিলা আরও বেশী দান দিতে পারতো?
- কেন ঈসা তাকে বললেন না, "না, মা, এই সিকি জামাতের চেয়ে তোমার বেশী দরকার।" ঈসা বলতে পারতেন, কিন্তু কেন ঈসা বললেন না। কেন?"

তাকে বাধা দেয়ার পরিবর্তে, ঈসা ত্যাগস্বীকারের একটি বড় উদাহরণ গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে, এই গল্প অনেকের পড়ার জন্য লেখা হয়েছে। যদিও এটা সত্য যে তিনি আনুপাতিকভাবে বেশী দিয়েছেন, এটি আক্ষরিকভাবেও সত্য। ২০০০ বছরের বেশী সময় ধরে ঈসায়ীরা তার মাধ্যমে উৎসাহিত হচ্ছে। এর ফলস্বরুপ অনেকে অনেক দান করেছে। এটি বৃদ্ধির একটি সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বিধাবা মহিলা তার সবর্ব্ব দিয়েছিলেন, এবং আল্লাহ্ সেটা দ্বিগুণ করেছেন। এই হলো বেহেস্তীরাজ্যের হিসাব!

ছোট দলের আলোচনা

ভিজ্যুয়াল এইডস থেকে কাটা অংশগুলো অংকের হিসাবে ব্যবহার করুন।

উত্তর: "বিধবা + ২ সিকিx আল্লাহ্ = ২,০০০ বছরের বেশী সময়ের অনুপ্রেরণা

ক্লাশের সবাইকে মনে করিয়ে দিন:

- *আল্লাহ্ একটি ছোট ছেলের খাবার ব্যবহার করেছেন...*
- *তিনি একজন বিধবার খাবার ব্যবহার করেছেন, যেন ইলিয়াসকে সে তার শেষ খাবার দেয়...*
- *তিনি এই বিধবার সর্বস্ব দেবার ক্ষমতা দিয়েছেন...*

বড় দলের আলোচনা

- ঈসা কি দরিদ্রের দান করা থেকে বিরত থাকতে বলেন?
- "খুব অল্প" অথবা "খুব তুচ্ছ" এই বিষয়গুলো কি আল্লাহ্ লক্ষ্য করেন?
- আল্লাহ্ কি দরিদ্রদের দানকে রহমত করেন?
- কোন কোন ভাবে আল্লাহ্ আমাদের দানকে রহমত করেন?
    - *বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে*
    - *অন্যদের জীবন পরির্বতনের মাধ্যমে*
    - *সমাজের উন্নতির মাধ্যমে*
    - *জীবন রক্ষার মাধ্যমে*

যদিও আমরা মাঝে মাঝে বস্তুগত রহমত পাই যা সবসময় হয় না। মাঝে মাঝে আল্লাহ্ আমাদের সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে অথবা অন্যের জীবন পরিবর্তনের মাধ্যমে রহমত করেন। অন্যান্য সময় তিনি আমাদের বিভিন্ন রকম জিনিস দিয়ে রহমত করেন। ১ করিন্থীয় ৯:১১ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আমাদের রহমত করেন যেন আমরা প্রতি ক্ষেত্রে দানশীল হই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গৌরব হয়।

শেষ গল্প তবে এটি বেশী সুখের নয়

"তালন্তের দৃষ্টান্ত": মথি ২৫:১৪-৩০

একসময় একজন ধনী লোক অনেক দিনের জন্য ভ্রমণে বের হলেন। যাত্রার আগে, তিনি তার দিন দাসকে ডাকলেন। প্রথম জনকে, তিনি পাচঁটি তালন্ত দিলেন (তালন্ত হলো টাকার একটি বড় ভাগ) এবং বললেন, "আমি আসার আগপর্যন্ত এটি কাজে ব্যবহার করবে।" দ্বিতীয় জনকে, তিনি দুটি তালন্ত দিলেন এবং বললেন, "আমি আসার আগপর্যন্ত এটি কাজে ব্যবহার করবে।" তৃতীয় জনকে, তিনি একটি তালন্ত দিলেন এবং বললেন, "আমি আসার আগপর্যন্ত এটি কাজে ব্যবহার করবে।"
ধনী ব্যক্তি ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন, অনেকদিন পর, তিনি ফিরে এলেন। তিনি আবার তার তিন দাসকে ডাকলেন এবং তার অর্বতমানে তারা কি করেছে তা জানতে চাইলেন। প্রথম দাস তার মালিকের কাছে এসে জানালো সে তার দেয়া পাচঁ তালন্ত থেকে আরও পাচঁ তালন্ত লাভ করেছে। তার কথা শুনে, মালিক বললেন, "খুব ভালো! অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, এখন আরও নাও।" এরপর দ্বিতীয় দাস তার মালিকের কাছে এসে জানালো সে তার দেয়া দুই তালন্ত থেকে আরও দুই তালন্ত লাভ করেছে। তার কথা শুনে, মালিক বললেন, "খুব ভালো! অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, এখন আরও নাও।"

এরপর তৃতীয় দাস এসে জানালো, "আমি জানি আপনি কঠিন মানুষ। আপনি আমাকে যে অর্থ দিয়েছেন আমি এগুলো হারানোর ভয়ে ছিলাম, তাই আমি এগুলো মাটির নিচে পুতেঁ রেখেছিলাম। এগুলো হারিয়ে যায়নি।" তার কথা শুনে, মালিক বললেন, "অলস এবং অবিশ্বস্ত দাস!" মালিক তার কাছ থেকে তালন্তটি নিয়ে নিলেন, এবং প্রথম দাসকে দিলেন, আর তৃতীয় জনকে তার প্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন।

এটাও, বেহেস্তীরাজ্যের হিসাব। চলুন দেখি কিভাবে...

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা : *খামগুলো প্রত্যেক দলে ভাগ করে দিন (**ভিজ্যুয়াল এইডস** কার্ড সেট ৫) এবং প্রত্যেক দলকে একটি অংকের হিসাব বের করতে বলুন।*

উত্তর: "দাস+১ তালন্ত x ০ (কোন কাজ করেনি)=০ লাভ+ অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেয়া হলো।"

বড় দলের আলোচনা

- কাকে সবচেয়ে কম দেয়া হয়েছিলো? শেষ পর্যন্ত কি ঘটলো!
- আল্লাহ্ কি দরিদ্রদের যত্ন নেন না? তাহলে কেন সেই দাসকে বের করে দেয়া হলো?
- এখানে কি পরিণতির কথা বলা হয়েছে, এমনকি দরিদ্রদের জন্যও, যদি তারা ঈসা বাধ্য না হয়?

উপসংহার

ছোট দলের আলোচনা

১. আল্লাহ্ আমাদের যা দিয়েছেন সেখান থেকে কি আমরা অন্যদের দান করি?
২. আল্লাহ্ যা দিয়েছেন সেসব থেকে কি আপনার জামাত দান করে থাকে, অথবা সেটা আমরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করে থাকি?
৩. যখন আমরা দান করি তখন আল্লাহ্ কোন কোন ভাবে আমাদের রহমত করে থাকেন?
৪. আমার ব্যক্তিগত জীবনে এবং জামাতে এই নীতিগুলো প্রয়োগ করে আমি কি পরিবর্তন আনতে পারি?

অনুশীলনী ৮: ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

মূল বিষয়

সমাজকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে পারি। ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য হলো: ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রদর্শন করা, আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকা, আল্লাহ্‌র শক্তিতে পথচলা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, ছোট এবং সাধারণভাবে, স্থানীয় সংস্থান ব্যবহার করা।

উপকরণ

১. স্থানীয় কাজের জন্য পুরষ্কার

শিক্ষকের নির্দেশনা: *এই অধ্যায়ে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের ৭ টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। আমরা এগুলো যেন সহজে মনে রাখা যায় তার জন্য আমাদের হাত ব্যবহার করেছি। উদাহরণস্বরূপ- আল্লাহ্‌র শক্তিতে চলা এটা মনে রাখার জন্য আপনি আপনার হাতের মাসল দেখাবেন। আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়া এই জন্য আপনার হাত দুটি একত্র করে মোনজাতের মত করবেন। যেহেতু আপনি এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিবেন, তাই পূর্ববর্তী সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য হাতের ক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়ে যান।*

ভূমিকা

বড় দলের আলোচনা

- আপনার সমাজের বিধর্মীদের আল্লাহ্‌র ভালোবাসা বোঝাতে জামাতগত ভাবে আপনারা কি কি করেন?
- এক্ষেত্রে কতজন লোক একত্র হয়?
- আপনারা কখন এই কাজগুলো করেন?
- আপনারা কি করবেন সেটা কিভাবে নির্ধারণ করেন?
- লোকেরা কি আপনাদের কাজে সাড়া দেয়?
- কেন আপনি এই কাজগুলো করেন?

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

আমাদের আগের অধ্যায়গুলোতে বার বার আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসেন। আমরা দেখেছি প্রতিবেশীকে ভালোবাসার জন্যও আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এদের মধ্যে অন্যতম।

জামাতের জন্য ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ একটি ছোট প্রজেক্টের মত যার মাধ্যমে তারা পুরো সমাজের কাছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা তুলে ধরতে পারে। মূলত এটি অনেক সাধারণ ও ছোট একটি বিষয় যা একদিনেই করে দেখানো সম্ভব।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সাতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সাতটি বিষয় পুনরায় দেখতে চাই।

১. আল্লাহ্‌র ভালোবাসা প্রকাশ করা

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের কাছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে তুলে ধরা।

একটি সমাজে, জামাত সিদ্ধান্ত নেয় তারা কোথায় আল্লাহ্‌র ভালোবাসা প্রকাশ করবে। আল্লাহ্ তাদের বললেন সেই এলাকার গ্যাঙ লিডারের স্ত্রীর এই সময় সাহায্য প্রয়োজন। জামাতের লোকেরা খুব ভয় পেয়ে গেল, কারণ সেই গ্যাঙ লিডার খুবই রাগী একজন ব্যক্তি এবং খুব তুচ্ছ কারণেও মানুষকে মারে। যাইহোক, জামাত সিদ্ধান্ত নিলো তারা আল্লাহ্‌র কথা বাধ্য হবে। গ্যাঙ লিডার শহরের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করলো, এবং তারা তার স্ত্রীকে মাঠের ফসল ঘরে তুলতে এবং বিক্রি করতে সাহায্য করলো। যখন গ্যাঙ লিডার ফিরে এসে দেখলেন সমস্ত ফসল তোলা হয়েছে, তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, "কে এই কাজ করেছে?" তার স্ত্রী তাকে সত্য কথাটি বলতে ভয় পেলেন, তিনি চিন্তা করলেন হয়তো তার স্বামী কোন ঝামেলা তৈরী করতে পারে, কিন্তু পরে চাপের মুখে তিনি জামাতের লোকদের সাহায্যের কথা বলে

ফেলেন। গ্যাঙ লিডার ঝড়ের গতিতে জামাত ঘরের দিকে গেলেন এবং দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। ডিকনকে পিছনে রেখে, ইমাম দরজা খুললেন, এবং গ্যাঙ লিডার ভিতরে ঢুকলেন। গ্যাঙ লিডার জানতে চাইলেন, "কেন আপনারা এই কাজ করেছেন?" ইমাম উত্তরে সুন্দর করে বললেন আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছি। গ্যাঙ লিডার কাদঁতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আমাকে কেউ কোনদিন এত ভালোবাসেনি। এরপর তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করলেন, তার জীবন বদলে ফেললেন, এবং তার মাধ্যমে আরও ছয়টি গ্যাঙ পরিবার প্রভুকে জানতে পারে।

- ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের ফল কি?
- যদি জামাতের লোকেরা আগে গ্যাঙ লিডারের সাথে সুসমাচার প্রচার করতো তাহলে কি তারা এরকম ব্যবহার পেত?

ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসরণ করা অর্থাৎ প্রতিবেশীকে ভালোবাসা। আমরা আমাদের ভালোবাসা আমাদের সমাজকেও দেখাতে চাই। এটা শুরু করার জন্য, যাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রদর্শনের সুযোগ হয়না, তাদেরকে আমাদের ভালোবাসা দেখাতে হবে, অর্থাৎ যারা জামাতে আসে না।

- কেন আল্লাহ্‌র ভালোবাসা বিধর্মীদের মাঝে প্রকাশ করা প্রয়োজন?
    - *অনেক বিধর্মীরা জামাতে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন না। আর তাই, উপরের গল্পের মত, যখন তারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা দেখতে পায়, তখন তাদের জীবনে একটি পরির্বতন আসে।*

২. আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকা

অন্যান্য সবকিছুর মতই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় চলছি কিনা। সমাজের প্রয়োজনগুলি বোঝার জন্য কোন জরিপ না করে এবং সাহায্যের জন্য আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করার পরিবর্তে আমরা মোনাজাত দিয়ে শুরু করতে চাই যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহ্ কি করতে চান সেটা বুঝতে পারি। **অনেক সময় ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে আমরা এর অর্থই খুজেঁ পাই না।**

গ্যাঙ লিডারের গল্পটি আবার একটু চিন্তা করুন।

- আল্লাহ্‌র ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তাকে কিভাবে সাহায্য করবে সেই বিষয়ে জামাত কি সিদ্ধান্ত নিলো?
    - *তারা মোনাজাত করলো এবং আল্লাহ্ তাদের বললেন গ্যাঙ লিডারকে ভালোবাসতে।*
- যদি জামাতের লোকেরা সমাজের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন জরিপ করতো তাহলে তারা কি গ্যাঙ লিডার কোন গুরুত্ব দিতো?

মাঝে মাঝে আল্লাহ্ আমাদের যে কাজ করতে দেন সেই কাজগুলি আমাদের নিজেদের বুদ্ধিতে কোন অর্থবহণ করে না- যেমন এই গ্যাঙ লিডারকে ভালোবাসা। কিন্তু যখন আল্লাহ্ আমাদের পরিচালনা করেন এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী হই, তখন সেখানে সাফল্য আসে, এবং তাঁর পরিকল্পনা সফল করার মাধ্যমে আমরা রহমত পাই।

৩. ছোট এবং সাধারণ

যখন আপনি প্রথম প্রথম ভালোবাসার প্রকাশ করতে যাবেন তখন আমরা আপনাকে সাধারণ জিনিস ব্যবহারে উৎসাহিত করতে চাই। আর্দশস্বরূপ, এমন কিছু করতে হবে যা একদিনেই শেষ করা যায়।

- ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কেন আমাদের ছোট এবং সাধারণ দিয়ে শুরু করতে হবে এই ধারণা থেকে আপনি কি মনে করেন?

নিচের চারটি ধারণা দেখুন: যখন আমরা ছোট এবং সাধারণ দিয়ে শুরু করি...

১. **আমরা সেটা শেষ করতে সর্মথ্য হই।** যদি আমরা বড় কোন কিছু করতে যাই, তাহলে সেটা শেষ করাটা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ছোট কিছু ঠিক করি তাহলে আমরা সেটা শেষ করতে সর্মথ্য হবো এবং সাফল্য লাভ করবো।

২. **অন্য লোকেরাও অংশ নিতে পারে।** ছোট ছোট কাজের জন্য লোকরা সহজে আগ্রহী হবে কারণ তারা জানবে এই কাজ আজকে দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারা এটাও বলতে পারে, "আচ্ছা, আমি এই কাজ করতে পারবো। আমি আজকে বিকালে ফ্রী আছি।" কিন্তু যদি এটা কোন বড় পরিকল্পনা হতো এবং শেষ হতে দেরী হতো, তাহলে লোকেরা তাদের সময় এবং সাহায্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো। অন্যদের সাহায্য করার বিষয়টি তাদের কাছে একটি নতুন বিষয়ের মত।

৩. **আমাদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ।** কোন পরিকল্পনা করার জন্য হয়তো আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাহলে অন্যদের সাহায্য করার মাধ্যমে আমরা কিছু সাধারণ এবং বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করবো যা আমাদের পরবর্তীতে সাহায্য করবে।

৪. **দ্রুত সাফল্য পাবো।** যখন আমরা সাফল্য পাবো তখন অন্যরাও আমাদের দেখে আগ্রহী হবে। যখন আপনি প্রথম শুরু করেছিলেন তখন হয়তো অল্প কয়েকজন আগ্রহী ছিলো। কিন্তু যখন আপনি আরও বেশী শিক্ষা দিবেন এবং সাফল্যের সাথে প্রজেক্ট পরিচালনা করবেন, তখন আরও লোকেরা আপনার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহী হবে।

অনেক বড় প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা করার চেয়ে বরং ছোট করে নিয়মিত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা যায় (প্রতি সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহে একাবার)। উপরের ছোট ছোট কাজের তালিকার পাশাপাশি, নিয়মিত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে সমাজের লোকদের মনে যত্নশীল জামাতের একটি সুন্দর চিত্র ফুটেঁ ওঠে।

৪. স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করা

অংশীদারিত্বের কাজ

আমরা এখন একটি খেলা খেলবো। এমন কিছু ভালোবাসার কাজের কথা চিন্তা করুন যার পিছনে আপনার জামাতের কোন টাকা খরচ হবে না। এগুলোর একটি তালিকা তৈরী করুন। ৫ মিনিটের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী ধারণা খুজেঁ পাবে তাকে পুরষ্কৃত করা হবে।

শিক্ষকের নির্দেশনা : *দুই মিনিট পর, সকলকে এমন কিছু দক্ষতার বিষয়ে চিন্তা করতে বলুন যা তারা ব্যবহার করতে পারে। পাচঁ মিনিট পর, সবাই তাদের ভালোবাসা প্রকাশের ধারণাগুলি বলবে যা তারা এতক্ষণ চিন্তা করেছে। যে সবচেয়ে বেশী বলতে পারবে, তাকে পুরষ্কৃত করতে পারেন, হয়তো তার কোন প্রিয় খাবার দিয়ে পুরষ্কৃত করতে পারেন।*

বড় দলের আলোচনা

- আমাদের সমাজে যা আছে তা ব্যবহার করে কেন আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে?
  - **ভালোবাসার আরও ব্যাখ্যা**
    ৫ম অধ্যায়ে শাড়ির বিষয়ে যে গল্প বলা হয়েছে সেটা একবার চিন্তা করুন। আপনি কি মনে করেন যদি কোন এনজিও এই শাড়িগুলো তাদের দিতো তাহলে কি এই একই সাফল্য আসতো? না, এমন হতো না।
    - কেন লোকেরা ভালোবাসা অনুভব করে?
      কারণ তারা দেখে কিভাবে মন্ডলী ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে অন্যদের ভালোবাসে। যদি সমাজের লোকেরা এই ত্যাগস্বীকার বা চেষ্টা বুঝতে না পারে তাহলে একইভাবে তারা ঈশ্বরের ভালোবাসাও দেখতে পাবে না।

  - **দান করার রহমত।** ২ করিন্থীয় ৯:৬-১১ পড়ুন। আল্লাহ্ বলেছেন আমরা যেভাবে দিব ঠিক সেভাবে আমরা রহমত পাবো। আবারও, আমরা এই পদগুলো দেখতে চাই।
    - কেন আল্লাহ্ আমাদের রহমত করেন?
      ১. যেন আমরা প্রতিক্ষেত্রে দানশীল হতে পারি।
      ২. যেন আল্লাহ্ প্রশংশিত হন।

    জামাত যেভাবে দান করে, আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ তাদের কিভাবে রহমত করেন। জামাত তাদের দারিদ্রতার দিনগুলি পেরিয়ে আসছে। কিন্তু গুরুত্বের বিষয় হলো, তারা আরও দানশীল হচ্ছে এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করছে।

৫. আল্লহ্রে শক্তিতে চলা

ইউহোন্না ১৫: ১-৮ পড়ুন।

- আমরা নিজেদের শক্তিতে কতটুকু করতে পারি সেই বিষয়ে এই পদে কি বলা হয়েছে? এর অর্থ কি বলে আপনি মনে করেন?
- কিভাবে আমাদের জীবনে ফল ধরবে?

অন্যদের সাহায্য করা একটি কঠিন বিষয়। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্ই পারেন আমাদের আশা অনুযায়ী সামাজিক পরির্বতন আনতে। আমরা যদি চাই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনতে, তাহলে আমাদের অব্যশই আল্লাহ্রে দিকে তাকাতে হবে এবং তাঁর সাহায্য মোনাজাত করতে হবে।

ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের আগে এবং পরে আমাদের অবশ্যই একসাথে মোনাজাত করতে হবে। যখন আমরা কোন কঠিন ঝুকিঁ বা বাধার সম্মুখীন হই, তখন আমাদের অবশ্যই একসাথে মোনাজাত করতে হবে যেন আল্লাহ্ এই বাধার মধ্যে পথ করে দেন। যদি কখনো আমরা ক্লান্ত বা অনুৎসাহিত হয়ে পরি, সেইসময় আমাদের আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যেন তিনি আমাদের শক্তি দেন।

৬. যত বেশী সম্ভব অন্যদের অংশগ্রহণ করান

বড় দলের আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করুন- ক এবং খ। ক দলকে বলুন তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে যে তার দলেকে উপস্থাপন করবে। দ্বিতীয় দলকে বলুন তাদের দলের সবাইকে একসাথে কাজ করতে। দুই দলের কাছে ব্যাখ্যা করুন তারা এই ঘরটিকে একদিকের সাথে অন্যদিককে সংযুক্ত করবে এবং এই জন্য তারা যে কিছু কোন ব্যবহার করতে পারে। ক দলে, শুধুমাত্র একজন কাজ করবে কিন্তু প্রয়োজনে সে অন্য দল থেকে কিছু ধার নিতে পারে। খ দলে, সবাই একসাথে কাজ করবে এবং ঘরের দুই পাশকে সংযুক্ত করার জন্য তারা জিনিসপত্র একসাথে সংগ্রহ করবে। ক দলকে বলুন এই কাজ করার সময় তারা কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। (যদি তারা কথা বলে, তাহলে বলুন, "দয়া করে চুপ করুন; পরির্চযাকারীরা কাজ করছে।)*

যখন দুই দলের কাজ শেষ হবে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করুন:

- কোন দল আগে শেষ করেছে?
- এই কাজ থেকে বা অনুশীলন থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম?
- ক দল
    - যে একা কাজ করেছে তার অনুভূতি কি?
    - যারা কাজ করেনি তাদের কেমন অনুভূতি হয়েছে? আপনাদের কি তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করেছে?
- খ দল
    - অনেক লোক একসাথে কাজ করার কোন উপকার আছে বলে কি আপনার মনে হয়?
- যখন আমরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের কাজ করবো তখন যত বেশী সম্ভব অন্যদের অংশগ্রহণ করার- এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

প্রায়শই, দেখা যায় জামাতে মাত্র অল্পসংখ্যক লোক কাজ করছে। এই সমস্ত লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পরে এবং হাল ছেড়ে দেয়, অন্যদিকে বাকি লোকেরা বিরক্ত বোধ করে বা তাদের যোগ্যতা তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই সমস্ত লোকেরা দক্ষতায় এবং বিশ্বাসে বৃদ্ধি পায় না। কখনও কখনও আমাদের টাকা দিতে বলা হয় কিন্তু সেখানে আমাদের কোন অংশগ্রহণ থাকে না। যখন আমরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের কাজ করবো তখন যত বেশী সম্ভব জামাতের লোকদের আমাদের কাজে অংশগ্রহণ করাব। এরপরই আমরা তাদের থেকে আরও শক্তি এবং সৃজনশীলতা দেখতে পাবো। একটি সুন্দর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের অর্থ হলো শুধুমাত্র অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা না, কিন্তু তাদের উৎসাহিত করা যেন একসাথে সবাই প্রজেক্টটি শেষ করতে পারে। কিছু কাজ জামাতের লোকেরা একসাথে করতে পারেন যেমন হতে পারে: পানির সরবরাহের লাইন পরিষ্কার করা, নিকশী খালি বা রাস্তার জঞ্জাল সাফ করা এবং একটি মেডিকেল ক্লিনিক পরিষ্কার করা।

৭. এমনভাবে কাজ করা যা প্রভুকে প্রশংসা দেয়

ইউহোন্না ১৫:৮ আবার পড়ুন।

- বেশী ফল ধারণের উদ্দেশ্য কি?

মথি ৫:১৩-১৬ পড়ুন।

- কেন আমরা ভালো কাজ করি?
- যখন আমরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করবো তখন আমাদের উদ্দেশ্য কি থাকা উচিত?

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করার পরে মূল্যায়নের জন্য আমরা কিছু সময় নিবো। আমাদের কাজের ফলাফল কি? তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে:

১. লোকেরা কি আমাদের সাহায্য করেছে?
২. প্রজেক্টের কাজ কি ভালোবাসার সাথে শেষ হয়েছিলো?
৩. আপনাদের কাজের মাধ্যমে কি আলাহ্ প্রশংশিত হয়েছিলেন?

অনেক সময় লোকেরা আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে এবং তারা ঈসার বিষয়ে জানতে চায়। কিন্তু এটা সবসময় ঘটে না। বাস্তবতা হলো ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা সবসময় আল্লাহ্‌র কথা বলার সুযোগ পাই না। কিন্তু আমরা এমন কোন কাজ বা কিছু কাজ করে যেতে পারি যার মাধ্যমে আল্লাহ্ গৌরবান্বিত হন। এমনকি আমাদের ব্যবহার, আমাদের আনন্দ এবং অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছাও আমাদের আত্মসাক্ষ্য হতে পারে যার দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌কে সম্মান ও গৌরব দিতে পারি।

উপসংহার

শিক্ষকের নির্দেশনা : *পরর্বতী অধ্যায়ে আমরা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের একটি পরিকল্পনা করবো সেই বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তুলে ধরুন। যদি আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে এই সপ্তাহে আপনার মন্ডলী ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের জন্য কি করতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করার সময় দিন।*

শেষ করার আগে এর আগে শেখা হাতের এ্যাকশনটি বেশ কয়েকবার করুন।

অনুশীলনী ৯: একটি ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের আয়োজন

মূল বিষয়

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের আয়োজন করার জন্য সময় দেয়া।

উপকরণ

১. ৫-৭ জন লোকের জন্য একটি বড় কাগজ

পরিকল্পনার ধাপ

ছোট দলের আলোচনা (৫-৭ জন)

শিক্ষকের নির্দেশনা: *যদি আপনি একটি স্থানীয় জামাতে শিক্ষা দেন, তাহলে জামাতের সকলের সাথে এটা করা সম্ভব। নিচের নিদের্শনা অনুযায়ী দলটিকে পরিচালনা করুন।*

১ম ধাপ: প্রার্থনা

প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হলো মোনাজাত। মোনাজাত করার জন্য আপনারা সময় নিন। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য আপনি কি করবেন তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন। মনে রাখবেন আপনাকে কয়েক মিনিট নীরবে কাটাতে হবে আল্লাহ্‌র রব শোনার জন্য।

২য় ধাপ: একটি কার্যক্রম ঠিক করা

একটি দল হিসেবে, চিন্তা করে দেখুন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আপনারা কি করতে পারেন। আল্লাহ্ কি আপনাদের কোন বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন? আপনার মধ্যে কারো কোন ধারণা আছে একটি ভালো ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের, তাহলে তাদের সেটা বলতে উৎসাহিত করুন। সেই সাথে ৫ম অধ্যায়ে: আল্লাহ্ জামাতকে সাহায্য করতে চান, এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে: আপনার কোন কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি, যে তালিকা তৈরী করেছেন সেটাও একবার দেখতে পারেন। একসাথে, একমত হন যে বিষয়ে আল্লাহ্ আপনাদের পরিচালনা করেন।

যখন আপনি একটি বিষয় ঠিক করবেন, মনে রাখবেন কাজটি একদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। কোন কোন দল অনেক বড় কিছু চিন্তা করে। চিন্তা করে দেখুন একদিনের মধ্যে, স্থানীয় উপায় ব্যবহার করে এবং অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে কি কাজ করতে পারবেন।

যদি আপনারা কোন ছোট দলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনা করেন, তাহলে প্রত্যেক দল থেকে তাদের ধারণা বা উপায়গুলি শুনুন।

- এই কাজ থেকে কি ভালোবাসা প্রকাশ পাবে?
- এটা কি ছোট এবং সহজ?
- আশেপাশে যা কিছু আছে সেটা ব্যবহার করে কি কাজটা করা সম্ভব?
- এখানে অনেক লোক অংশ নিতে পারবে?

৩য় ধাপ: একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা

নিচের প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন। যদি সম্ভব হয়, কেউ সম্ভাব্য উত্তর গুলো রেকর্ড করুক যেন ভুলে না যায়।

- আপনারা কি করতে যাচ্ছেন?
- আপনাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন? এগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? কে এগুলো নিয়ে আসবে?
- আপনারা কাদের সাহায্য করতে যাচ্ছেন?
- এখানে কারা কারা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে? কে সকলকে আমন্ত্রণ জানাবে?
- আপনারা কোন তারিখে এটি করবেন?

শিক্ষকের নির্দেশনা : *যদি আপনারা কোন ছোট দলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনা করেন, তাহলে প্রত্যেক দল থেকে তাদের ধারণা বা উপায়গুলি শুনুন। তাদের পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে এমন কোন পরামর্শ আছে কিনা সেই বিষয়ে সকলকে মতামত দিতে দিন।*

৪র্থ ধাপ: প্রার্থনা

যখন আপনাদের সমস্ত পরিকল্পনা লেখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আবারও মোনাজাত করার জন্য সময় নিন। আল্লাহ্‌কে বলুন যে প্রজেক্টটি আপনি হাতে নিয়েছেন সেটা যেন ভালোভাবে শেষ করতে এবং এর দ্বিগুণ হতে তিনি যেন সাহায্য করেন। মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্‌র নাম গৌরবান্বিত হয়। পরবর্তী সপ্তাহে বা দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন আপনি আপনার প্রজেক্টের জন্য প্রস্তুতি নিবেন, সেই সময়গুলোতে আপনার মোনাজাত করা প্রয়োজন আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য।

শিক্ষকের নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, এখন আরও দুটি ধাপ বাকি আছে যেটা আমরা এখন শেষ করবো না। এরপর সেই দুটি ধাপের বর্ণনা পড়তে শুরু করুন।*

৫ম ধাপ: প্রজেক্টটি বা কাজটি শুরু করুন

আপনাদের পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করুন। মোনাজাতের মাধ্যমে দিন শুরু করুন এবং আপনাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র নামে উৎর্সগ করুন। মনে রাখবেন আপনি এই কাজটি করছেন কেবল আল্লাহ্‌র ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য। আপনার উদ্দেশ্যের সাথে মানিয়ে যায় এমন ব্যবহার বজায় রাখুন।

৬ষ্ঠ ধাপ: মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট

শেষ ধাপটি হলো মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট করা। কেন আমাদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন? কারণ এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি। আমরা এর মাধ্যমে চিন্তা করতে পারি কিভাবে আরও ভালো করতে পারি এবং কোথায় আমাদের উন্নতি করা প্রয়োজন। এটা অনেক বেশী সময় নিবে না; আপনি হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলি আলোচনা করতে পারেন:

- কোন বিষয়টি ভালো ছিলো?
- কোন বিষয়টি ভালো ছিলো না?
- আপনাদের পরিকল্পনায় কোথায় উন্নয়ন করা প্রয়োজন?
- আপনার সন্তুষ্টজনক প্রতিক্রিয়া ছিলো? যদি না হয় তাহলে কেন?
- আপনাদের কাজের মাধ্যমে কি আল্লাহ্ প্রশংসিত হয়েছিলেন?

উপসংহার

আমরা ১ নং সহায়িকা শেষ করেছি।

ছোট দলের আলোচনা

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এই ট্রেনিং থেকে কি কি ধারণা আপনি লাভ করেছেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

- এখান থেকে কোন বিষয়টি নিয়ে আপনি আগামী সপ্তাহে কাজ করতে চান?

শেষ করার পূর্বে, মথি ২১:২৮-৩১ পদে দুটি ছেলের ঘটনা উল্লেখ্য করা আছে সেটা সবাইকে মনে করিয়ে দিন। এই গল্পে এক ছেলে বলেছিলো সে তার বাবার বাধ্য হবে কিন্তু পরে সে আর বাধ্য হয়নি। অন্যজন বলেছিলো সে বাধ্য হবে না কিন্তু কাজ করে দেখাবে। ঈসা বাধ্য ছেলের প্রশংসা করেছিলেন। শুধুমাত্র এসে এই বইটি পড়াই শেষ নয়। আমাদের এগুলো কাজে করে দেখাতে হবে। আমরা যা শিখেছি তা যদি আমরা কাজে করে না দেখাই তাহলে আমরা সমাজ কখনো বদলাবে না। আপনি একজনকে বা তার বেশী লোক দিয়ে আপনার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন।

শিক্ষকের নির্দেশনা: *অংশগ্রহণকারীদের জন্য মোনাজাত করুন যেন তারা যা শিখেছে তা কাজে করে দেখাতে পারে।*